Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/73	Place of Publication:	Murshidabad
		Year:	1270b.s. (1863)
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Ajimgauj Dhanasindhu Jantra
Author/ Editor:	Hurry Mohon Mookerjea (tr.)	Size:	10x17.5cms.
		Condition:	Brittle
Title:	Jayabatir Upakhyan	Remarks:	"Jayabateer-Upakhyan ` or Rapoot Marriage Translated from the *Romance of Indian History*"

BLOCKED INFORMATION.

J 66 / B

JAYABATEER-UPAKHYAN

OR

RAJPOOT-MARRIAGE

Translated From

THE

ROMANCE OF INDIAN HISTORY

BY

HURRY MOHON MOOKERJEA

জয়াবতীর উপাখ্যান ।

ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক উপন্যাস হইতে

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

অনুবাদিত ।

মুরশিদাবাদ

আজিমগঞ্জ ধনাঙ্কুযন্ত্র ।

১২৭০ । শ্রাবণ

THIS

LITTLE WORK

is dedicated

TO

HIS HIGHNESS THE MOHARAJAH

NARENDRA NARAYAN BHOOP BAHADOOR

of

COOCH BEHAR

BY

His Humble Friend

THE AUTHOR

বিজ্ঞাপন।

জয়াবতীর উপাখ্যান প্রচারিত হইল। ইহা ইংরাজি রোমান্স অব ইণ্ডিয়ান হিষ্টরী অর্থাৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস হইতে অনুবাদিত। ইহা তাহার অবিকল অনুবাদ নহে স্থানে স্থানে অনেক ভাব পরিত্যক্ত ও নূতন ভাব সমাবেশিত হইয়াছে। এস্থলে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি কৃষ্ণনগরের শ্রীযুত লোহারাম শিরোরত্ন ও শ্রীযুত গিরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করত অনেক সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। পরিশেষে অত্রত্য শ্রীযুত বাবু চন্দ্র নাথ রায় মহাশয় অনেক পরিশ্রম করিয়া পুস্তকখানি দেখিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে গ্রন্থখানি সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

আজিম গঞ্জ
ধনসিন্ধু যন্ত্র
১২ ৭০। শ্রাবণ

শ্রীহরি মোহন মুখোপাধ্যায়।

জয়াবতীর উপাখ্যান।

প্রথম অধ্যায়।

চিত্তোর নগরে রায় রত্ন সেন নামে রজপুত বংশীয় এক রাজা ছিলেন। তাঁহার জয়াবতী নামী পরম সুন্দরী এক দুহিতা ছিল। তাহাকে প্রসব করিয়া সূতিকা গৃহেই তদীয় জননীর পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়; রাজা স্বয়ং তাহাকে বহু যত্নে প্রতি-পালন করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহাকে প্রাণাপে-ক্ষাও প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন, এবং কন্যাও পিতাকে যথোচিত ভক্তি ও সম্মান করিত, কখনই পিতার আজ্ঞাতীত ও অনভিমত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিত না। তাহার রূপ এমন মনোহর যে, একবার দর্শন করিলে কখনই বিস্মৃত হওয়া যাইত না, তাহার কণ্ঠস্বর এরূপ কর্ণসুখ-কর যে, যাহারা তাহার সহিত একবার আলাপ করিত, তাহারা

তদীয় অপরূপ রূপ মাধুরী ও সুমধুর কণ্ঠস্বরে একত্র সমাবেশ সন্দর্শনে তাহাকে শাপভ্রষ্ট স্বর্গ কন্যা বিবেচনা করিত। অতিঅল্প বয়সেই তাহার কোমল চিত্তক্ষেত্রে প্রণয় বীজ অঙ্কুরিত হয়, উহার পরিণত ফলই তাহার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি।

রাজা রায় রত্ন সেন দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে জয়া পিতৃ কুটুম্বগণের সহিত সংমিলন লাভ লালসায় কতিপয় রক্ষক ও পরিচারিকা সমভিব্যাহারে শকটারোহণ পূর্ব্বক গমন করিতেছিলেন। এই সময়ে জয়ার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ। কিন্তু ঈদৃশী বয়োবস্থাতেই তিনি পুরন্ধ্রী গণের ন্যায় প্রবীণতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি এরূপ গম্ভীর যে, জনকের কারাবাস জনিত চিন্তায় নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইলেও সঙ্গিনীগণ সমক্ষে কখনই বাষ্পবারি তাঁহার নয়নবিবরের বহির্গত হয় নাই। সর্ব্বদাই ছল ছল চক্ষে নিস্তব্ধ হইয়া শকট মধ্যে বসিয়া থাকিতেন, পরিণামে সুখ সম্ভোগ করিব, এমন আশা সমূহ, পিতা কারা বদ্ধ হওয়াতেই অস্তমিত হইয়াছিল। ঈদৃশ বিপদেও জয়ার মনে কামিনী জন সুলভ ভয়ের সঞ্চার

হয় নাই, প্রত্যুত সাহস ও অধ্যবসায় তাঁহার মুখমণ্ডলে সর্ব্বদা দেদীপ্যমান ছিল।

ক্রমে ক্রমে শকট এক দুর্গম প্রান্তর মধ্যে উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিগ ধূ ধূ করিতেছে, কোন দিকেই গ্রাম বা পান্থ-নিবাস নয়নগোচর হয় না। স্থানে ২ শুভ্র বালুকাময়, ঈষৎ উন্নতাবনত ভূমি খণ্ড ফেনিল তরঙ্গমালাকুল জলরাশির ন্যায় দেখা যাইতেছে। কোন কোন স্থানে বিশাল তরুমণ্ডলী আতপ তাপিত পথিক পুঞ্জের আশ্রয় স্বরূপ রহিয়াছে। কোন স্থানে প্রবল দস্যু গণের নিভৃতালয় স্বরূপ পথ পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন রহিয়াছে। শকট এই ভীষণ ও নিরাশ্রয় স্থানের মধ্যবর্ত্তী হইলেই প্রবল বেগে ঝড় উঠিল। বালুকারাশি সমুত্থিত হইয়া সকলের দৃষ্টিরোধ করিবার উপক্রম করিল। ক্ষণকাল মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সমূহ সমূলে উৎপাটিত হইয়া পথ রোধ করিয়া রহিল। ক্রমে ক্রমে মার্ত্তণ্ড দেব জলদ জালে আবৃত হইয়া দিগাঙ্গণাগণকে সন্ধ্যার ন্যায় মলিনী করিলেন। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুদালোকে চতুর্দ্দিগ আলোকময় হইতে লাগিল, আবার পরক্ষণেই বজ্রের কঠোর কড় মড়

তদীয় অপরূপ রূপ মাধুরী ও সুমধুর কণ্ঠস্বরের একত্র সমাবেশ সন্দর্শনে তাহাকে শাপভ্রষ্ট স্বর্গ কন্যা বিবেচনা করিত। অতিঅল্প বয়সেই তাহার কোমল চিত্তক্ষেত্রে প্রণয় বীজ অঙ্কুরিত হয়, উহার পরিণত ফলই তাহার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি।

রাজা রায় রত্ন সেন দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে জয়া পিতৃ কুটুম্বগণের সহিত সংমিলন লাভ লালসায় কতিপয় রক্ষক ও পরিচারিকা সম ভিব্যাহারে শকটারোহণ পূর্ব্বক গমন করিতেছিলেন। এই সময়ে জয়ার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চ[illegible] বর্ষ। কিন্তু ঈদৃশী বয়োবস্থাতেই তিনি পুরন্ধ্রীগণের ন্যায় প্রবীণতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি এরূপ গম্ভীর যে, জনকের কারাবাস জনিত চিন্তায় নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইলেও সঙ্গিনীগণ সমক্ষে কখনই বাষ্পবারি তাঁহার নয়নবিবরের বহির্গত হয় নাই। সর্ব্বদাই ছল ছল চক্ষে নিস্তব্ধ হইয়া শকট মধ্যে বসিয়া থাকিতেন, পরিণামে সুখ সম্ভোগ করিব, এমন আশা সমুদ[illegible] কারা বদ্ধ হওয়াতেই অস্তমিত হইয়াছিল। ঈদৃশ বিপদে জয়ার মনে কামিনী জন সুলভ ভয়ো[illegible]ার হয় নাই, প্রত্যুত সাহস ও অধ্যবসায় তাঁহার মুখ-মণ্ডলে সর্ব্বদা দেদীপ্যমান ছিল।

ক্রমে ক্রমে শকট এক দুর্গম প্রান্তর মধ্যে উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিগ ধূ ধূ করিতেছে, কোন দিকেই গ্রাম বা পান্থ-নিবাস নয়নগোচর হয় না। স্থানে ২ শুভ্র বালুকাময়, ঈষৎ উন্নতাবনত ভূমি খণ্ড ফেনিল তরঙ্গমালাকুল জলরাশির ন্যায় দেখা যাইতেছে। কোন কোন স্থানে বিশাল তরুমণ্ডলী আতপ তাপিত পথিক পুঞ্জের আশ্রয় স্বরূপ রহিয়াছে। কোন স্থানে প্রবল দস্যু গণের নিভৃতালয় স্বরূপ পথ পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন রহিয়াছে। শকট এই ভীষণ ও নিরাশ্রয় স্থানের মধ্যবর্ত্তী হইলেই প্রবল বেগে ঝড় উঠিল। বালুকারাশি সমুত্থিত হইয়া সকলের দৃষ্টিরোধ করিবার উপক্রম করিল। ক্ষণকাল মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সমূহ সমূলে উৎপাটিত হইয়া পথ রোধ করিয়া রহিল। ক্রমে ক্রমে মার্ত্তণ্ড দেব জলদ জালে আবৃত হইয়া দিগাঙ্গনাগণকে সন্ধ্যার ন্যায় মলিনী করিলেন। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুদালোকে চতুর্দ্দিগ আলোকময় হইতে লাগিল, আবার পরক্ষণেই বজ্রের কঠোর কড় মড়

শব্দে সকলের মন ভয়ে ব্যাকুলিত হইয়া উঠি
পরিশেষে মূষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল
জলবিম্বোপরি ঘন ঘন বিদ্যুত প্রতিবিম্ব পতি
হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন জলরা
উপরি সুবর্ণ কণা ও অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ভাসমান র
য়াছে। ঘন ঘন ঝঞ্ঝার রব ও বৃষ্টির শব্দে
প্রকার মনোহর ধ্বনি হইতে লাগিল বটে, কি
তাহাতে পথিকগণের আনন্দ বর্দ্ধন না করিয়া বর
ভয়ের সঞ্চারই করিয়া দিল।

এই ব্যাপারে জয়ার মনে কিছুমাত্র ভয় হ
নাই, কিন্তু তাঁহার পরিচারিণীগণ নিতান্ত ভী
হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ঝড় বৃষ্টি ক্রমে
বিলক্ষণ আড়ম্বরের সহিত বৃদ্ধিপাইয়া ক্ষণক
পরে আবরণ ভেদ করতঃ শকট মধ্যে জল পড়িতে
লাগিল, তন্নিবারণার্থ অন্যান্য বস্ত্র দ্বারা শকট
আবৃত করা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হই
না। পরিশেষে এমন হইয়া উঠিল যে, কোন এক
স্থানে আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন বৃষ্টির প্রবল ধারাপ
হইতে পরিত্রাণের উপায়ান্তর রহিল না।

সৌভাগ্য ক্রমে অনতিদূরে একটী গিরিগুহ

ষ্টি গোচর হইল। গুহাটী অত্যন্ত ভয়ানক স্থান; প্রাণান্তেও কেহ তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহে না। এরূপ প্রবাদ যে, তথায় বৃহৎ বৃহৎ অজগর ও অন্যান্য বিষদন্ত সরীসৃপগণ সর্ব্বদা বিচরণ করে, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভীষণ জন্তুগণ আরক্ত নয়নে ও বিকট দশনে ইতস্ততঃ আহারান্বেষণ করিয়া বেড়ায় এবং অর্থলুব্ধ চৌর ও ঘাতক পুরুষগণ করে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র ধারণ করিয়া দুর্ভাগ্য পথিকগণের অপেক্ষা করিতে থাকে। জয়ার সমভিব্যাহারী এক ব্যক্তি সেই নিভৃত ও ভয়ানক স্থানের বিষয় বিলক্ষণ রূপে অবগত থাকিয়াও উপায়ান্তর বিরহিত হইয়া সেই বিষম গিরিগুহাভিমুখে শকট চালাইতে আজ্ঞা করিল। সম্প্রদায়ের সকলেই সাহস অবলম্বন করিয়া সেই দিকে চলিল এবং মনে মনে এই ভাবিতে লাগিল যে এই দুস্তর প্রান্তর মধ্যে ঝড় বৃষ্টির দুর্নিবার প্রবলতর কোপ সহ্য করা অপেক্ষা সেই ভয়ানক গহ্বরও শতাংশে উত্তম সন্দেহ নাই।

গুহার প্রবেশদ্বার অতি উচ্চ ও বন্ধুর, পার্শ্ব ও কোণ গুলি এরূপ ভগ্ন যে, দেখিলেই বোধ হয়,

শব্দে সকলের মন ভয়ে ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল
পরিশেষে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল
জলবিম্বোপরি ঘন ঘন বিদ্যুত প্রতিবিম্ব পতি
হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন জলরাশি
উপরি সুবর্ণ কণা ও অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ভাসমান রা
য়াছে। ঘন ঘন ঝঞ্ঝার রব ও বৃষ্টির শব্দে এ
প্রকার মনোহর ধ্বনি হইতে লাগিল বটে, কি
তাহাতে পথিকগণের আনন্দ বর্দ্ধন না করিয়া বর
ভয়ের সঞ্চারই করিয়া দিল।

এই ব্যাপারে জয়ার মনে কিছুমাত্র ভয় হ
নাই, কিন্তু তাঁহার পরিচারিণীগণ নিতান্ত ভী
হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ঝড় বৃষ্টি ক্রমে
বিলক্ষণ আড়ম্বরের সহিত বৃদ্ধিপাইয়া ক্ষণকা
পরে আবরণ ভেদ করতঃ শকট মধ্যে জল পড়িতে
লাগিল, তন্নিবারণার্থ অন্যান্য বস্ত্র দ্বারা শক
আবৃত করা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হই
না। পরিশেষে এমন হইয়া উঠিল যে, কোন এ
স্থানে আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন বৃষ্টির প্রবল ধারাপা
হইতে পরিত্রাণের উপায়ান্তর রহিল না।

সৌভাগ্য ক্রমে অনতিদূরে একটী গিরিগুহ

ষ্টি গোচর হইল। গুহাটী অত্যন্ত ভয়ানক স্থান; প্রাণান্তেও কেহ তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহে না। এরূপ প্রবাদ যে, তথায় বৃহৎ বৃহৎ অজগর ও অন্যান্য বিষদন্ত সরীসৃপগণ সর্ব্বদা বিচরণ করে, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভীষণ জন্তুগণ আরক্ত নয়নে ও বিকট দশনে ইতস্ততঃ আহারান্বেষণ করিয়া বেড়ায় এবং অর্থলুব্ধ চৌর ও ঘাতক পুরুষগণ করে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র ধারণ করিয়া দুর্ভাগ্য পথিকগণের অপেক্ষা করিতে থাকে। জয়ার সমভিব্যাহারী এক ব্যক্তি সেই নিভৃত ও ভয়ানক স্থানের বিষয় বিলক্ষণ রূপে অবগত থাকিয়াও উপায়ান্তর বির-হিত হইয়া সেই বিষম গিরিগুহাভিমুখে শকট চালাইতে আজ্ঞা করিল। সম্প্রদায়ের সকলেই সাহস অবলম্বন করিয়া সেই দিকে চলিল এবং মনে মনে এই ভাবিতে লাগিল যে এই দুস্তর প্রান্তর মধ্যে ঝড় বৃষ্টির দুর্নিবার প্রবলতর কোপ সহ্য করা অপেক্ষা সেই ভয়ানক গহ্বরও শতাংশে উত্তম সন্দেহ নাই!

গুহার প্রবেশদ্বার অতি উচ্চ ও বন্ধুর, পার্শ্ব ও কোণ গুলি এরূপ ভগ্ন যে, দেখিলেই বোধ হয়,

আমরা স্থানান্তরে গমন করি, মুসলমানেরা
মনুষ্য বটে, কখনই স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচ
করিবেনা, বোধ হয় তাহারা বৃষ্টিতে কষ্ট পাই
বিশ্রাম স্থান অনুসন্ধান করিতেছে। হিন্দু ও হি
ধর্ম্ম বিদ্বেষ্টা মুসলমানগণের একত্র শান্ত ভ
সমাবেশ সম্ভাবিত নহে। অতএব তাহাদি
সৌকর্য্যার্থে আমরা এই স্থান পরিত্যাগ করিতেছি

চর কহিল " দেবি! তাহারা আপনার পি
শত্রু দিল্লীর অধীশ্বরের সেনা, আমাদিগের প্র
বলপ্রয়োগ করিবে না, তাহারই বা সম্ভাবনা কি
শত্রুকে কখনই বিশ্বাস করা যাইতে পারেনা।

জয়া কহিলেন " বৎস! প্রবল বাত্যাভিঘা
ঊর্ণাতন্তু যে রূপ অকিঞ্চিৎকর পদার্থ, সর্ব্ব লো
পালক জগদীশ্বর সমীপে মনুষ্য ক্ষমতাও তাদৃ
জ্ঞান করিবে। অতএব পান্থ পরিরক্ষক দেবত
প্রতি আত্ম সমর্পণ কর, তিনিই এই অনাথ পা
কুলকে মুসলমানগণের অত্যাচার হইতে র
করিবেন।,, এই বলিয়া রাজবালা নিস্তব্ধ হই
মাত্রে সম্রাটের সেনাগণ গুহার দ্বারদেশে আসি
উপস্থিত হইল।

সেনাপতি স্থান অধিকৃত দেখিয়া অনুচরগণকে
পক্ষা করিতে কহিলেন। শত্রুগণের আগমন
বাদে সকলেই নিতান্ত হত বুদ্ধি হইয়াছিল।
ন কি, মধ্যস্থিত অগ্নি যে কাষ্ঠাভারে নির্ব্বাপিত
তেছে, তাহাতেও কাহারও মনোনিবেশ হয়
। সেনাপতি গহ্বর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই
র্বাণোন্মুখ হুতাশনে ফুৎকার প্রদান পূর্ব্বক
জ্বলিত করিয়া একবার চতুর্দ্দিগ নিরীক্ষণ
রিলেন, এবং বস্ত্রাবৃত শকট সন্দর্শনে রাজপু-
র প্রধান সেনানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন " এই
কট মধ্যে কে আছে? ,, এই কথায় সেনানী
রুত্তর হইয়া রহিল।

" এই শকট মধ্যে কে আছে, সহজে বল
লই, নতুবা আমি আবরণ খুলিয়া দেখিব।
রুত্তর হইলে কেন? তুমি বলিবেনা।,,

" একটী স্ত্রীলোক"

" তাহা আমি অনেকক্ষণ বুঝিয়াছি। পুরুষে
খন এরূপ আবৃত হইয়া যায় না। ভাল! আর
মি তোমাকে কোন প্রশ্নের দ্বারা বিরক্ত করিতে
ই না।"

এই বলিয়া মুসলমান সেনাপতি শক
আবরণ উদ্ঘাটন করিবার উপক্রম করিলে সেন
ক্রোধে অন্ধ হইয়া "রে নরাধম! রে পাপিষ্ঠ!
আমাদিগের কর্ত্রীর গাত্র স্পর্শ করিয়া তাঁহ
অপবিত্র করিতে পাইবি না,, বলিয়া তাহার
ধারণ করতঃ সেই স্থান হইতে অপসারিত করি
চেষ্টা করিল। তাহাতে সেনাপতি ক্রোধে অ
হইয়া হস্তস্থিত তরবারী দ্বারা তাহাকে আ
করিয়া ধরাশায়ী করিলেন। জয়া আঘাত
ও আহতের কাতর স্বর শুনিতে পাইয়া তৎক্ষ
দণ্ডায়মানা হইয়া রোষ কষায়িত লোচনে গ
স্বরে কহিলেন "রে পাপিষ্ঠ অস্পৃশ্য মুসলম
জানিস না, আমি চিত্তোররাজা রায় রত্ন সে
দুহিতা।,, এতদ্বাক্য আকর্ণনে সেনাপতি, তরবা
কোষ মধ্যে রক্ষা করিয়া চমৎকৃত হইয়া
পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

জয়াবতীর উপাখ্যান।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পূর্ব্বে জয়াবতীর সৌন্দর্য্য বার্ত্তা দিল্লীনগরে
শিত হইলে সম্রাট আলাউদ্দীন তাহাকে
করিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, এবং
াকে সহ ধর্ম্মিণী করণ বাসনায় লইয়া যাইতে
প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সেনাপতি জয়ার অনুপম রূপ মাধুরী ও অসীম
সৌকতা সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া মনে মনে
া করিতে লাগিলেন, আমাদিগের অধীশ্বরের
যে রত্নে প্রলুব্ধ হইয়াছে, অদ্য সেই সর্ব্ব
ামভূত রমণী রত্ন আমার হস্তে পতিত হইল।
া! এমন রূপ তো আমি কখন দেখিনাই।
ন না হইলেই বা প্রবল প্রতাপশালী
ট আলাউদ্দীনের মন আকৃষ্ট হইবে কেন?
হাউক এরত্ন রাজহৃদয়ের ভূষণ হইবার সম্পূর্ণ

যোগ্য সন্দেহ নাই। আমি এই রমণী
রাজশ্রেষ্ঠ আলাউদ্দীন সমীপে সমর্পণ ক
শুদ্ধ যে প্রতিপত্তি লাভ করিব এমত নহে, অ
কোন প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হইয়া পরম
জীবন যাপন করিতে পারিব।

এইরূপ চিন্তা করিয়া কহিলেন "হে বরবর্ণি
অদ্য তোমার দেখা পাইয়া আমরা অতি
আনন্দিত হইলাম। আমাদিগের মহারাজ তো
কে পাইবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে
যে দণ্ডে তুমি সেই প্রতাপান্বিত নরপতির সহ
র্শ্মিণী হইয়া তদীয় অন্তঃপুর পবিত্র করিবে, তখ
তোমার পিতা বিষম কারাবাস যন্ত্রণা হইতে মু
লাভ করিবেন।"

জয়াবতী কহিলেন "হে সেনানি! একজ
রাজকুমারের সহিত আমার বিবাহ সম্বন্ধ নির্দ্ধারি
হইয়াছে। তোমাদের মহারাজ বোধ হয় সে নি
ভগ্ন করিয়া অবলা কুলবালার মনে ক্লেশ প্রদ
করিবেন না। আর আমি যে, শত্রু ও ধর্ম্ম বিদ্বে
মুসলমান হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়া অকলঙ্ক
রজপুত কুলে কলঙ্কপাত করিব, ইহা ভ্রমে

বচনা করিও না। অতএব তুমি আমাকে ছাড়ি-
দেও, আমি যথেচ্ছা গমন করি।"

"সুন্দরি! অজ্ঞানের ন্যায় কথা কহিতেছ
ন? তুমিকি জাননা, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করা
ষ্যের এক প্রধান ধর্ম্ম। তাহার অবহেলনে
শেষ পাপ আছে। আমি যদি তোমাকে ছাড়ি-
দি, তবে রাজসমীপে বিশ্বাসঘাতক হইব।
মরা রাজ আজ্ঞায় তোমার অনুসন্ধান করিতে-
লাম, এখন তোমাকে ছাড়িয়া দিলে ইহ লোকে
জ সমক্ষে ও পরলোকে ঈশ্বর সমক্ষে দণ্ডনীয়
ইব, অতএব কোনমতেই তোমাকে ছাড়িয়া দিতে
রিব না।"

"ন্যায়পরতা তো প্রধান ধর্ম্ম বটে, নিঃসহায়া
বলার স্বাধীনতা হরণ করা কি ন্যায় সঙ্গত?
যুক্তি যুক্ত? তুমি ন্যায়পর হইয়া বিবেচনা
রিয়া দেখ, অন্যায় আজ্ঞা অবহেলন করায় পুণ্য
ভিন্ন কখনই, পাপ সঞ্চার হয়না।"

"অদ্য এই পর্য্যন্তই ভাল, কল্য এ বিষয়ের অপর
দানুবাদ করা যাইবে। এখন আর রাত্রি জাগ-
ণের ফল কি? ইচ্ছা হয়তো ক্ষণেক বিশ্রাম কর।"

"তবে কি আমি এখন বন্দিনী হইলাম।"
"হাঁ, তাহার আর সন্দেহ কি।,,
এই কথা বলিয়া সেনাপতি গুহাদ্বারে প্র
নিয়োগ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। র
বালা বৃথা অরণ্য রোদনে প্রয়োজন নাই বিবে
করিয়া শকট মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সমস্ত রজ
মধ্যে তাঁহার একবারও নিদ্রা হইলনা। তিনি ম
মনে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, হায়! অ
এত দিনে পিঞ্জর বদ্ধ বিহঙ্গিনীর ন্যায় শক্রদে
কর্ত্তৃক অবরুদ্ধা হইলাম। হা পিতঃ! তুমি কো
রহিলে, তোমার জীবিতাধিকা দুহিতা জয়া
এই প্রান্তর মধ্যে বিপক্ষ পক্ষের হস্তগতা হইল
হা জীবিত নাথ! তোমার জয়ার সহিত বি
বাসনা অদ্য সমূলে উৎপাটিত হইবার উপ
হইয়াছে। হা ধর্ম্ম! এরূপ বিগর্হিত কর্ম্ম সম্পা
হইলে কোন্ব্যক্তি আর তোমাকে প্রিয়বন্ধু জ
করিবে? রে দুর্ব্বৃত্ত পাপিষ্ঠ যবনরাজ আ
উদ্দীন! তুই রাজ ধর্ম্মের অবমাননা করিতে উদ
হইয়াছিস। অতঃপর কে আর রাজাকে প্রজাপ
লক ও ধর্ম্মরক্ষক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। হা

মি কি মুসলমানের বিলাস-স্থান হইব?
মার কাল যৌবন সৌন্দর্য্যই শত্রুর ন্যায় অশেষ
রে আমাকে বিড়ম্বিত করিবার উপক্রম করিল।
বা আমার অদৃষ্ট মন্দ, নতুবা কেনই বা সূতিকা
মে পরম সুখ নিকেতন জননীর স্নিগ্ধ ক্রোড়
তে বঞ্চিত হইয়াছি। পরম স্নেহ ভাজন জননীর
ন বিনির্গত সুমধুর বাক্য শ্রবণে কখনই আমার
পরিতৃপ্ত হয় নাই। আমি এতই হতভাগিনী
জননীর অমৃত ময় চুম্বন সুখ কখনই অনুভব
রিতে পাইনাই। হা বিধাতঃ! মনুষ্য জন্মের সমস্ত
ন্ত্রণা সংগ্রহ করিবার আশয়ে কি আমাকে নির্ম্মাণ
রিয়াছিলে! এখন এই জয়াবতীর জীবন বিসর্জ্জন
ভিন্ন উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায়নাই।
আমার এই জীবন কাহারও উপকারে আসিল না।
ই দুর্দ্দান্ত কৃতান্তোপম রাজ কিঙ্করের হস্ত হইতে
ক্ষার উপায়ান্তর দেখিতেছি না। ক্ষণকাল এইরূপ
চিন্তা করিতে২ আবার তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত
হইয়াগেল, তখন তিনি ভাবিতেলাগিলেন, এতউতলা
হইতেছি কেন? যতক্ষণ জীবন আছে, ততক্ষণ তাহা
ক্ষারও উপায় আছে। দেখি কতদূর হইয়া উঠে।

ক্রমে রাত্রির অবসান হইল। শশাঙ্ক
জয়ার দুঃখে দুঃখিত হইয়া অস্তাচল চূড়াব
হইলেন। জয়াকে সাহসপ্রদানার্থেই যেন বিহ
গণ " ভয়নাই, ভয়নাই,, বলিয়া ডাকিতে লাগি
দুরন্ত মুসলমানগণের হস্ত হইতে জয়াকে র
করিবার নিমিত্তই যেন মার্ত্তণ্ডদেব লোহিত লোচ
প্রচণ্ড কর দণ্ড করে ধারণ করিয়া পূর্ব্বদিগে উ
হইলেন।

জয়া শকটাবরণ উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলে
গুহা মধ্যে আলোক প্রবেশ করিয়াছে। সকলে
নিদ্রায় অভিভূত, কেবল প্রহরী ঘূর্ণিত লোচ
দ্বারের এদিক ওদিক ভ্রমণ করিতেছে। ক্রমে ক্র
সকলেই জাগরিত হইল, মুসলমানেরা আহা
প্রস্তুত করিতে লাগিল। হিন্দুরাও যৎসামা
আহার সামগ্রী আহরণ করিয়া প্রস্তুত করিতে আর
করিল। মুসলমানেরা ভোজন করিতে২ হি
দিগের খাদ্য বিষয়ে নানাবিধ উপহাস করিতে
লাগিল। হিন্দুরা উপহাস বাক্য শ্রবণে বিলক্ষ
কুপিত হইয়াছিল কিন্তু তখন উপায়ান্তর বির
মনের রাগ মনেই রহিল। জয়া সে দিন আহারক

না, তাঁহার মন বিষম ভাবনা জালে জড়ী-
ছিল।

সকলের আহারাদি সমাপ্ত হইলে সেনাপতি
টে বলীবর্দ্দ যোজিত করিতে আজ্ঞা করিলেন।
াকে তন্মধ্যে লইয়া চতুর্দ্দিকে যবন সেনায়
রিবেষ্টন করিয়া চলিল। শকট-পরিচালকের
ল একজন মুসলমান উপবিষ্ট হইয়া যোজিত
শুদ্বয়কে নিষ্ঠুরবৎ প্রহার করিতে আরম্ভ
রিল। পরিশেষে পশুদ্বয় প্রহারে নিতান্ত অধীর
ইয়া এক স্থানে দাঁড়াইল; আর এক পাও
লিল না। তখন সেনাপতি জয়ার নিকটে গমন
র্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন।
" সুন্দরি! পদব্রজে গমন বই আর উপায়
ই, বাহকেরা নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে,
তএব তাহাদিগের সুস্থ হওয়া পর্য্যন্ত হাঁটিয়া
! পরে আবার উঠিলেই হইবে। পদব্রজে
লিলে তোমার চরণ ব্যথিত হইবে বটে,
ন্তু যেখানে উপায়ান্তর নাই, সেখানে কি করিবে?
তএব শীঘ্র অবতরণ কর, আর বিলম্ব করিও না;
মেই বেলা অধিক হইতেছে, কিবল?"

জয়া কহিলেন " তুমি জান, আমার রজ
কুলে জন্ম, মৃত্যুকে ভয় করি না। আমি অ
স্ত্রী জাতি বটি, কিন্তু রজপুত কুলকামিনী
মৃত্যুকে তৃণজ্ঞান করিয়া থাকে। আমরা স্বজা
অবমাননা মৃত্যু মুখ অপেক্ষাও ভয়ানক জ্ঞান
আমি পরমেশ্বর সমীপে প্রতিজ্ঞা করিতেছি,
তুমি আমাকে বলপ্রয়োগ করিয়া লইয়া যাই
চাও, তাহা হইলে আমি এখনই জীবন বিস
করিব। এই দেখ আমার হস্তে বিষমণি রহিয়া
এখনই আমি ইহা দ্বারা প্রাণ বিযুক্ত হইয়া তো
কঠোর হস্ত হইতে অকলঙ্কিত শরীরকে
করিব। ,,

মুসলমান বিলক্ষণ রূপে জ্ঞাতছিলেন যে,
পুত বংশোদ্ভব কামিনীগণের সাহস নিতান্ত অ
নহে। তাহারা অনায়াসে জীবন বিসর্জ্জন করি
পারে। অতএব যদি এই রমণীর প্রতি বল প্রয়ো
করি, তবে বোধ হয় কখনই এ অবমাননা
করিতে পারিবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া ব
লেন।

" দেবি। এইস্থানে অবস্থিতি অথবা পদব্র

এই দুই উপায় ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই!
কাল হাঁটিলেই পশুদ্বয় সুস্থ হইবে, তখন
শকটে আরোহণ করিয়া যাইতে
বে।,,
জয়া কহিলেন " তবে প্রথম উপায়টিই মন্দ
এই স্থানেই ক্ষণকাল অবস্থিতি করা যাউক
যাওয়া যাইবে।,,
সেনাপতি এইকথা শুনিয়া শকট চালাইতে
করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন এতক্ষণে
হয় পশুরা শান্ত হইয়া থাকিবে, কিন্তু তাঁহার
বিবেচনা অতি শীঘ্রই দূর হইয়াছিল। পশুদ্বয়
ন ক্রমেই শকট স্কন্ধে করিল না, তাহাদের নি-
গমন করে সাধ্যকার। যাহা হউক অনেক
র পর শকট স্কন্ধে করিল কিন্তু নিষ্ঠুর পরিচাল
কশাঘাতে পশুরা নিতান্ত অস্থির হইয়া এমন
শকট ফেলিয়া দিল যে তন্মধ্যস্থিত সকলেই
টাইয়া পড়িল। জয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান
য়া কহিলেন " রে নরাধম! তুই আমাকে যার
মাই ক্লেশ দিতেছিস। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি
দের সহিত আর এক পাও চলিব না। আমি

তোর কথায় কোন কাজ করিব না, তুই বল ও
করিলে এখনই জীবন পরিত্যাগ করিব।,,

সেনাপতি কহিলেন " বিলক্ষণ, আমি
মতেই পশুদ্বয়কে সান্ত্বনা করিতে পারিলা
অতএব এ বিষয়ে উহারাই দোষী, আমাকে
কেন অনুযোগ করিতেছ। তা যাহা হউক, এ
আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, চল অনেক
হইয়া পড়িল। এখন পদব্রজেই যাইতে হইবে

রাজবালা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় ম
হস্তার্পণ করিতেছেন এমন সময়ে সেনাপতি
হস্তধারণ করিয়া ঘূর্ণিত লোচনে ও গম্ভীর
কহিতে লাগিলেন।

" শুন, আমি তোমাকে কোন মতেই ছা
না। যে প্রকারে হউক না কেন, তোমাকে
নগরে লইয়া যাইব তাহাতে সন্দেহ নাই।
ক্ষণ তুমি আমার কথায় কাণ দেও নি, এখন
রুদ্ধার ন্যায় প্রহরী পরিবেষ্টিতা হইয়া চল।
কোন প্রতিবন্ধকতাই গ্রাহ্য করিব না। অ
পদব্রজে চল, পরে বলীবর্দ্দ সুস্থ হইলে পুন
শকটে উঠিও।"

সেনাপতির এই অসহ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া
মারী নিস্তব্ধা হইয়া রহিলেন; তাঁহার চক্ষুঃ-
ক্রোধে অগ্নির ন্যায় হইয়া উঠিল, কিন্তু কি
কোন উপায় না দেখিয়া তাহাদের সঙ্গে২
জ চলিলেন।

—০●০—

জয়াবতীর উপাখ্যান।

তৃতীয় অধ্যায়।

মুসলমানেরা জয়াবতীকে লইয়া একটি
শস্ত পথ অতিক্রম করিয়া পুনরায় প্রান্তর
উপস্থিত হইল। তখন তাহারা পশ্চা
দেখিতে পাইল, দূরে কতকগুলি অস্ত্রধারি
দ্রুতগামিঅশ্বে আরোহণ করিয়া তাহাদিগের
আগমন করিতেছে। যবন সেনাপতি তৎ
তাঁহার নিজ সম্প্রদায়কে দাঁড়াইতে আদেশ
লেন। ক্ষণমধ্যে অশ্বারোহিগণ নিকটে উপ
হইল। তাহারা রজপুত সেনা। তাহাদি
সেনাপতি পরম রূপবান এক পুরুষ উৎকৃষ্ট
ঙ্গমে আরূঢ় হইয়া মার মার শব্দে আসিতে
দেখিলে বোধ হয় যেন, কার্ত্তিকেয় দেব
সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইয়া দুর্দ্দান্ত
কুল বিনাশার্থ ধাবমান হইয়াছেন। রজপু
মুসলমান-সেনার নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল
পাপাত্মন্! নৃশংস নরাধম রাক্ষসগণ!

দিগের রাজদুহিতা লইয়া কোথায় পলায়ন
তেছিস! যদি তোদের জীবনে কিছু মাত্র
থাকে, যদি তোদের জীবদ্দশায় স্বদেশ গমন
র বাসনা থাকে, যদি তোদের পুত্র কলত্র
নগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা হয়
এখনই রাজ কন্যাকে এখানে রাখিয়া চলিয়া
নতুবা এই তীক্ষ্ণ ধার তরবারী যবন শোণিতে
হইয়া রাজবালার মনঃক্ষোভ দুর করিবে।
মান সেনাপতি রজপুতগণের হৃদয় বিদারক
শ্রবণে কহিতে লাগিলেন, আমাদিগের
ই বা কোন্, হিন্দু শোণিত পানে পরাঙ্মুখ।
রা বিনা যুদ্ধে কখনই এই রমণী রত্ন পরিত্যাগ
না। এই রত্ন আমাদের প্রবল-প্রতাপশালি
ট আলাউদ্দীনের জীবিতাধিক্। ইহা তাঁহার
সন্তোষের আলয় অধিক কি বলিব ইহা
র কণ্ঠহার। যদি প্রাণ বাঁচাইবার ইচ্ছা
ক তবে পলায়ন কর, নতুবা আয় দেখা যাউক
ক্ষমতা। এই রূপ তুমুল বাক্ যুদ্ধের পর-
ই প্রান্তর মধ্যে দুই দলের সংগ্রাম আরম্ভ
ল। রজপুত সেনার সংখ্যা সমধিক, আবার

তাহাতে তাহারা অশ্বারোহী, সুতরাং তাহ
জয় লাভ করিবে সন্দেহ কি? ক্ষণ কাল ম
যবন সেনাপতি নিধন প্রাপ্ত হইলেন, তঁ
অনুচরগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগি
কিন্তু কতদূর যাইবে, অনতি বিলম্বেই রজপু
পলায়ন পরায়ণ মুসলমানগণকে ধরিয়া
করিয়া কাটিয়া ফেলিল।

জয়া এতক্ষণ অতিদূর হইতে এই ভীষণ ব্যা
দর্শন করিতেছিলেন। তিনি ঐ অশ্বা
সেনাপতিকে সন্দর্শন করিয়া যেন পূর্ব্ব পরিচি
ন্যায় উৎসুক নেত্রে তদীয় মুখমণ্ডল প্রতি চা
ছিলেন। কমলিনী যেরূপ আকাশে ত
দেখিয়া প্রফুল্লিতা হয়, সেই রূপ ঐ যুবা পুরু
দর্শন করিয়া জয়ার মন যেন কোন নৈসর্গি
পরতন্ত্র হইয়া আনন্দরসে পরিপ্লুত হ
লাগিল। ঈদৃশ ভয়াবহ ব্যাপারের মধ্যস্থ
থাকিয়াও তাঁহার মনে কোন প্রকার ভয়ের স
হয় নাই। বরং তাঁহার বিকসিত মুখমণ্ডলে
প্রকার চমৎকার ভাব লক্ষিত হইতেছিল
কেনই বা না হইবে? ঐ অশ্বারোহি

র হৃদয়বল্লভ জীবিতেশ্বর মুলতান রাজতনয়
াল।

য়পাল যুদ্ধ ব্যাপার সম্পাদন করিয়া অশ্ব হইতে
রণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে জয়ার সমীপে আগমন
য়া তাঁহার হস্তধারণ করতঃ কহিতে লাগিলেন।

" প্রিয়ে! ভয় নাই তুমি মুক্তিলাভ করিয়াছ।
জীবিত সর্ব্বস্ব! তোমার পিতৃ ভবন পরিত্যাগ
া শ্রবণ করিয়া আমি এই সৈন্য-গুলি লইয়া
মার অন্বেষণে ধাবিত হইয়াছি। অদ্য পথ
তোমার শত্রু হস্তে পতন সংবাদে আমি
কালে জীবন্মৃত হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন
তাহাদের কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ
য়াছ। মণ্ডূক কি কখন কমল মধু পানে সমর্থ
দুর্ব্বৃত্ত দশানন যে প্রকার রামরমণী হরণ
য়া স্ববংশে ধ্বংশ হইয়াছিল অদ্য তোমার
কারী মুসলমানেরা সেই রূপ আমার হস্তে
বিযুক্ত হইল। এখন নির্ভয়ে জিসালমীর
রে গমন করা যাউক, তথায় তোমার পিতৃ-
সহিত সাক্ষাৎ হইবে, ও তদীয় আবাসে
করিতে পারিবে।"

জয়া পরমাহ্লাদে কহিতে লাগিলেন "

রাভিমুখে চাত্রা করিলেন। তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে
প্রিয়তম! আমি কি সৌভাগ্যবতী! আমি যে
নগরীতে উপস্থিত হইলে, জয়পাল, জয়াকে
বিপদে পতিত হইয়াছিলাম, তাহাহইতে উদ্ধারায় পিতৃষ্য হস্তে সমর্পণ করিয়া দিল্লী গমনে
হইব এমন আশা ছিল না, আমি এই অবমান
সংকল্প হইলেন।
নিবারণার্থ জীবন বিসর্জ্জন করিতে কৃতসংকল্প হ
জয়া তাঁহার এইরূপ অভিলাষ শ্রবণ করিয়া
ছিলাম। কিন্তু এক বিষয়ে নিতান্ত হতাশ্বাস হ
হইলেন "সেই শত্রু পুরীতে গমনের প্রয়োজন
অপেক্ষা নির্ব্বোধের কাজ আর কি আছে, এই
?"
বিবেচনা করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে উপেক্ষা করি
তাহাতে জয়পাল উত্তর করিলেন "তথায়
ছিলাম। এখন দেখিতেছি, তাহা বিলক্ষণ বু
তোমার পিতা কারাবদ্ধ আছেন, তুমিকি তাঁহার
কার্য্য হইয়াছে। আমার জীবন তোমারই দ
মুক্তি লাভের বাসনা কর না?"
লাভ লালসায় বিনির্গত হয়নাই। এখন
"হাঁ, তাহা করি বটে, কিন্তু তুমি একাকী কি
আমি নিঃসহায়া নহি, এই প্রান্তরকে আর নির্ব্বান্ধবে! আমার পিতা তথায় রুদ্ধ আছেন। শমনো
প্রদেশ বলিয়া জ্ঞান হইতেছেনা।"
মি প্রহরিগণ পরিবেষ্টিত করাগৃহ মধ্যে
তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে
বেশ করা দূরে থাকুক, তাহার নিকটে যাওয়াই
একটী কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন
অসম্ভব।"
প্রবিষ্ট হইয়া নানাবিধ মনোহর প্রাকৃতিক শো
"সত্যবটে, কিন্তু যাহা বাহুবলে সম্পন্ন করা
সন্দর্শন করতঃ প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে জগদীশ্বরে
কঠিন তাহা কৌশল দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে।
সৃষ্টি কৌশলের ভূয়োশী প্রশংসা করিতে লা
আমি নিঃশঙ্ক চিত্তে এই স্থানে বাস কর, বালচন্দ্রি-
লেন। সেই স্থানে সকলেই স্নানাদি আহ্নিক ব্যাপা
পরিপূর্ণ হইতে না হইতেই আমি প্রত্যাগমন
সম্পাদন করতঃ ক্ষণকাল বিশ্রামানন্তর জিসাল
রিব।"

"তবৈ তুমি বিষম বিপদে পদার্পণ করি
উদ্যত হইয়াছ।"

"যথার্থ বটে। কিন্তু এ বিষয়ে পরাঙ্মুখ
কি রজপুত বংশীয়ের কর্ত্তব্য। আমি
তোমার পিতার মুক্তি বিষয়ে ঔদাসীন্যাব
করি, তবে আর আমাকে রজপুত বলিয়া
ডাকিবে? অথবা কেই বা আমাকে তোমার য
প্রণয়াস্পদ বলিয়া সম্মান করিবে? কর্ত্তব্য
সাহস অবলম্বন করা ধর্ম্ম শাস্ত্র সম্মত, অতএ
বিষয়ে কোন মতেই প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও

"উহাকেই বাস্তবিক পুরুষত্ব কহে।
যাও দেখ যেন আমাকে বিস্মৃত হইও না।"

"প্রিয়ে এ প্রণয় সামান্য পদার্থ নহে।
কবজ স্বরূপ হইয়া আমাকে সমস্ত বিপদ হ
রক্ষা করিবে। প্রণয়ই সকল ধর্ম্মের আ
সজ্জন সম্মিলনই মনুষ্যের প্রধান সুখ। মনু
অন্তর হইতে প্রণয় নিগড় উন্মূলিত হইলে ত
আর মনুষ্যত্ব থাকে না"।

এইরূপ কথোপকথনের কিছু দিন প
জয়পাল দিল্লী নগরে যাত্রা করিলেন।

ওদিকে যখন আলাউদ্দীন শ্রবণ করিলেন
জয়া তদীয় সেনাগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া পরি-
ষে পলায়ন করিয়াছে, তখন আর তাঁহার
াধের সীমা রহিল না। তিনি এক এক বার
বেচনা করিতে লাগিলেন যে, প্রবল যুদ্ধানল
জ্বলিত করিয়া রাজপুতানা প্রদেশ এক কালে
সন্ন করি, আবার চিন্তা করিলেন যে, যখন রায়
সেন আমার নিকটে অবরুদ্ধ রহিয়াছে তখন
তাহার কন্যা আমার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও আয়ত্ব
ধ্যই আছে। এই রূপ চিন্তা করিয়া কারা মধ্যে
য় রত্ন সেনকে সমধিক যন্ত্রণা দিতেন না। মধ্যে২
াহার প্রতি সম্পূর্ণ দয়া প্রকাশ করিতেন। ফলতঃ
য় রত্ন সেন কারাগারে যাদৃশ সুখে ছিলেন, নৃশংস
জগণের নিকট এবম্প্রকার কারাবাস সুখ আর
কহই কখন অনুভব করিতে পারে নাই।

রাজপুত্রীর পলায়ন বার্ত্তা শ্রবণের কতিপয়
দবস পরে, একদা আলাউদ্দীন রায় রত্ন সেনকে
জ সভায় আনিতে আদেশ করিলেন। রায় রত্ন
জ সমীপে নীত হইয়া তদীয় আজ্ঞার অপেক্ষা
রিতে লাগিলেন।

সম্রাট বিনম্রবচনে কহিতে লাগিলেন "রাজ
বোধ হয় তুমি স্বাধীনতা লাভ করিতে উৎ
আছ ?"

রাজা কহিলেন "হে রাজ শ্রেষ্ঠ ! স্বাধী
লাভে কে উপেক্ষা করিয়া থাকে ? অধিক
কহিব, মনুষ্যের তো কথাই নাই, পশু পক্ষিগণ
অধীনতা পাশে বদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করে না। ক
ন্যতা রাজ দণ্ডের ভূষণ, নরপতিগণের দয়া উ
যুক্ত পাত্রেই সমর্পিত হয় ; এবং তাহা হইবে
তাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পা
অপাত্রে অর্পিত হইলে তাহাকে আর সৎ
বলিয়া গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না।"

"ইহা কৃত্রিম বিচার মাত্র, ধর্ম্ম যে প
প্রযোজিত হউক না কেন, তাহা কখনই অ
রূপে পরিণত হইবে না।"

"সে যাহা হউক, তদ্বিষয়ের বিচারে
প্রয়োজন নাই। এখন কি নিমিত্ত আমি ভবদ
সিংহাসন সমক্ষে আনীত হইয়াছি, আজ্ঞা কর
আমার কৌতুহলাক্রান্ত অন্তঃকরণকে শান্ত কর

"হে চিত্তোর রাজ! আমি তোমাকে

কারণে আহ্বান করি নাই। তুমি স্বাধীনতা
কাঙ্ক্ষী কি না ইহাই আমার উদ্দেশ্য।"

"হাঁ আমি স্বাধীনতা লাভ করিতে চাই।"

"কি পণে।"

"মহারাজ, যাহাতে আমার মান সম্ভ্রম রক্ষা
এমন যে কোন পণ হউক না কেন, তাহাতেই
আছি।"

"আমি শুনিয়াছি, তোমার একটী কন্যা
।"

"ভাল ! আছে।"

"আমি তাহাকে এই সিংহাসনের অর্দ্ধাংশী
রিতে ইচ্ছা করিয়াছি।"

"তার পর।"

"তার পর আর কি ! তাকে এই স্থানে আন-
কর। যে দণ্ডে তুমি তাহাকে আমার করে
র্পণ করিবে, সেই দণ্ডেই তুমি কারাগার হইতে
হইবে।"

"এই কি আপনার কদান্যতা। ইহা তো কখনই
সঙ্গত নহে। ধর্ম্ম সকলের আরাধ্য পদার্থ
এ কর্ম্ম ঘৃণাস্পদ ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?

ইহাতে বিলক্ষণ মান হানি আছে, বিশে
স্বীয় আত্মজা কন্যাকে অপবিত্র করা অপেক্ষা
পাতক আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় ন

"তবে তুমি মুক্তি লাভের প্রত্যাশা কর

"এই অসাধ্য পণ ভিন্ন সকল পণেই
আছি।"

"যথেষ্ট! আর তোমার বাক্য ব্যয়ে প্রয়ে
নাই।" এই কথা বলিয়া প্রহরিগণকে আহ্বান
কহিলেন "ইহাকে পুনর্ব্বার কারারুদ্ধ কর,
আর ইহার কথায় কর্ণ পাত করিতে চাই ন

রাজা রায় রত্ন সেন পুনর্ব্বার এক ভয়ানক
মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেন। এখন তাঁহার পূর্ব্বা
সমধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। পূর্ব্বে তি
রূপ সুখে বাস করিয়াছিলেন, এখন তে
কষ্ট পাইতে লাগিলেন। যতদূর ক্লেশ
না কেন, সহিষ্ণু রজপুতেরা অনায়াসে স
সহ্য করিতে পারে। মৃত্যুকে হেয় জ্ঞান
তাহাদের ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রতিপাদ্য ইহা বিবে
করিয়া তাহারা মৃত্যুতে কাতর ও বিপদে স
চিত হয় না। কিন্তু রায় রত্নসেন রজপুত

গ্রহণ করিয়াও তাহাদের ন্যায় সাহস ও অধ্যব-
শালী ছিলেন না। তাঁহার ভোগ বিলাস বাসনা
ক্ষণ বলবতী ছিল, সুতরাং কারাবাস ক্লেশ
র পক্ষে মৃত্যু যন্ত্রণা হইতেও অধিক ক্লেশকর
ধ হইত। যে বিষয় তাঁহার ভোগানুরক্তির অনু-
াগী, তাহা তাঁহার বক্ষে শেল সম বিদ্ধ
ত। তাঁহার মান রক্ষায় যত্ন ছিল বটে, কিন্তু
চিন্তা তাঁহার মনে অল্প স্থান পাইত। ভোগ-
সম্পাদিনী নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমূহ তাঁহাকে
ক্ষণ অকিঞ্চিৎকর সাংসারিক সুখ চিন্তায়
য় রাখিত। সুতরাং তিনি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা
বার অবকাশ পাইতেন না। জয়াকে বিলক্ষণ
হ করিতেন কিন্তু তাঁহার স্বকীয় সুখ স্বচ্ছন্দতা
পেক্ষাও প্রিয়তর ছিল। যতক্ষণ তিনি রাজ-
ক্ষে ছিলেন ততক্ষণ তাঁহার সাহসিকতা বিল-
ণ প্রবল ছিল, এবং নির্ভয়ে কথোপকথন করি-
ছিলেন কিন্তু শমনালয় সদৃশ কারা মধ্যে
ক্ষিপ্ত হইবা মাত্র তাঁহার সে সমুদায় সাহস এক
ালে অস্তমিত হইয়া ছিল। তখন তিনি
ান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তখন

তিনি মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কেন আমি সম্রাটের বাক্যে অনুমোদন করিলা তাহা হইলে তো এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হই অধিকন্তু রাজ সমীপে প্রতিপত্তি লাভ ক পারিতাম ও তাঁহার বিলক্ষণ প্রিয়পাত্র হইতাম কখনই আমার আজ্ঞা অবহেলন করিতে প না, দিল্লীশ্বরের প্রণয় পাত্রী হওয়াও তো সম্মানের কথা নহে। আলাউদ্দীন বিলক্ষণ প্র শালি নরপতি, তাঁহাকে যদি কন্যা সম্প্রদান তবে আমি স্বদেশীয় সমস্ত রাজগণের প্রধান পারিব। সকলেই আমাকে সম্মান করিবে, চিরজীবন সুখে অতিবাহন করিতে পারিব। এব এখন দেখিতেছি রাজ বাক্যে অসম্মত নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য হইয়াছে। এরূপ সম্বন্ধ আমার সুখ ভিন্ন অসুখের কোন কারণ দেখি না। অনায়াসে রাজার প্রিয় পাত্র হইয়া পরম কালযাপন করিব, ইহা অপেক্ষা সংসারের বিশেষ সুখ কি? অতএব রাজাকে কন্যাদান শ্রেয়ঃ এইরূপ বিবেচনা করিতে করিতে অচেতন হইয়া পড়িলেন।

জয়াবতীর উপাখ্যান।

—০●০—

চতুর্থ অধ্যায়।

রায় রত্ন সেন সমীপে আলাউদ্দীনের জয়া প্রস্তাবের কিছুদিন পরেই জয় পাল দিল্লী উপস্থিত হইলেন এবং কি উপায়ে রায় রত্ন সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ইহাই চিন্তা করিতে লেন, কিন্তু কি রূপে প্রহরিগণের বিশ্বাস ভাজন কারামধ্যে প্রবেশ করিবেন, তাহার কোন স্থির করিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে লোক শ্রবণ করিলেন যে, সম্রাট রায় রত্ন সেনের র বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে এক জঘন্য গৃহ মধ্যে করিয়াছেন। জয়পাল এই বিরক্তির কারণ অনুভব করিতে পারেন নাই, "পরম্পর তেই সমস্ত জ্ঞাত হইব বিবেচনা করিয়া জয়- জিহুদী বেশ ধারণ করিয়া কারাগারের দ্বার- শ উপস্থিত হইলেন। তথায় একজনমাত্র প্রহরী রক্ষা করিতেছে দেখিয়া ধীরে ধীরে তাহার নে উপস্থিত হইয়া কহিলেন "! আমি মণিকার

মণি মুক্তা প্রবালাদি বিক্রয় করিয়া জীবিকা নি
করিয়া থাকি। এখন রায় রত্ন সেন লক্ষ মু
দ্রব্য ক্রয় করিতে চাহিয়াছেন, যদি ভাই অনুগ্র
রিয়া আমাকে গৃহ প্রবেশের অনুমতি দেও, তবে
তোমাকে প্রতি শত মুদ্রায় দশ মুদ্রা করিয়া
করিব। প্রহরী ছদ্ম বেশী জিহুদীর বাক্যে বিশ্বা
অর্থ লোলুপ হইয়া কহিল, ভাল তুমি যা
পার। কিন্তু যে গৃহে তাহার সহিত কথোপ
করিবে তাহার দ্বার রুদ্ধ করিতে পাইবে না,
তোমাদের কথোপকথন শুনিতে না পাই
তোমারা আমার দৃষ্টিপথে থাক এমন স্থানে দঁ
ইয়া রহিবে। জয়পাল তাহাতেই স্বীকৃত হ
প্রহরী কহিল কল্য প্রত্যুষে আসিও, আমি তে
কে রায় রত্ন সেনের সহিত সাক্ষাত ক
দিব।

পর দিবস প্রাতঃকালে জয়পাল রায়
সেনের গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন গৃ
নিতান্ত ক্ষুদ্র, তথায় বায়ু সঞ্চারের কোন উপায়
বলিলেই হয়, লৌহ ময় ক্ষুদ্র দ্বার ভিন্ন আর
পথ দিয়া আলোক আসিবার সুবিধা নাই।

জয়পাল তথায় উপস্থিত হইবামাত্রেই রায়
সেন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন
মি কি সম্রাটের নিকট হইতে আইলে।,,
স্তব্ধ হউন! আমি জয়পাল।,,
জয়পাল! বাপু তুমি এখানে কেমনকরে এলে?,,
আমরা অধিক সময় কথা কহিতে পাইব না,
জিহুদী বেশে মণি বিক্রয়ের ছলনা করিয়া
মার নিকট আসিয়াছি। কি জন্য আপনি এই
কারময় গৃহে নীত হইয়াছেন, কেনই বা নর-
আপনার প্রতি সমধিক বিরক্ত হইয়াছেন,
ই জানিতে আসিয়াছি।"
নরপতি আমার নিকট জয়াকে প্রার্থনা করিয়া
লেম, আমি তাহাতে সম্মত হই নাই, সেই কার-
ই এই অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি।"
"আমরা ইহার প্রতিশোধ দিব।"
"কিরূপে।"
"আপনি কি ভাবিতেছেন যে জয়পাল শুদ্ধ
পনার দুর্দ্দশা দেখিতে আসিয়াছে? আপনাকে
করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। দেখিবেন,
ন্ত নৃশংস যবন নরপতিকে শমনালয়ে প্রেরণ

করিয়া আমি অচিরেই আপনার কারাবাস যন্ত্রণা উচ্ছেদ করিব।"

"নরপতি সর্ব্বদা বহুজনে পরিবেষ্টিত থাকে তুমি একাকী তাঁহার কি করিবে।"

"তজ্জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই।"

"ভাল! যাহা হয় কর। ফলে কৃতকার্য্যহইতে না পারিলে নিঃসন্দেহই জয়াকে হারাইতে হইবে।"

"ইহা আপনি মনেও করিবেন না।"

এই রূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে প্রহরী সন্দিহান হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করত কহিল তোমরা অনেকক্ষণ কথোপকথন করিতে বোধ হয় ক্রয় বিক্রয়ের কথা ভিন্ন অন্য প্রসঙ্গ চলিতেছে। হে জিহুদি! তুমি আর এখানে থাকিতে পাইবে না, স্বস্থানে প্রস্থান কর। জয়পাল এ কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। জয়পাল তদীয় জীবিতাধিকা জয়াবতী যবন হস্তে নিপতিত হইবে শুনিয়া একবারে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হঠাৎ কারাগার হইতে বহির্গমন দর্শনে প্রহরীর মনে বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিয়াছিল। সে মনেং ভাবিতে লাগিল যে, কো

ক্তি ছদ্মবেশে তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়া স্বীয় ভীষ্ট সিদ্ধি করিবার বাসনায় রায় রত্ন সেনের কট আসিয়াছিল, যাহা হউক সে তদবধি সমধিক াবধান হইল।

জয়পাল মনেং বিবেচনা করিলেন, রায় রত্ন সন যে রূপ অস্থির হইয়াছেন, তাহাতে তিনি য় কন্যা মুসলমানকে দান করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। যে কোন প্রকারে হউক তিনি স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই-লেই সন্তুষ্ট হইবেন। জয়পালের এই রূপ প্রতিজ্ঞা হইল, যে যদি জয়াওকুল ও মান রক্ষার নিমিত্ত আপনার জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে হয় সেও ভাল, তথাপি জীবদ্দশায় তাহাকে মুসলমানের হস্ত তে দেখিতে পারিব না। যতক্ষণ দেহে জীবন থাকিবে ততক্ষণ এ বিষয়ে ঔদাস্য প্রকাশ করা হইবে না। জয়াকে জিসালমীর নগরে রক্ষা-করিয়া আসিবার সময়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে আচির কাল মধ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাহার পাণিগ্রহণ করিব, কিন্তু রায় রত্ন সেনের যে প্রকার মনের ভাব দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় উনিইবা প্রতিজ্ঞা পালনের প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া উঠেন,

সে যাহা হউক জয়াকে হারাইয়া জীবন ধ
অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। জয়পালের মন এই চি
এরূপ অভিভূত হইল, যে নিদ্রাবস্থায় ঐ
তাঁহার অন্তর পটে জাগরূক হইতে লাগিল।

এই সময়ে তদীয় মনোরথ পরিপূরণের এ
উপায় হইয়াছিল। একদা জয়পাল ভ্রমণ করি
শ্রবণ করিলেন আগত সপ্তাহে মহারাজ আলাউদ্দ
পারিষদ ও সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে নগ
একাদশ ক্রোশ ব্যবধানে বন মধ্যে মৃগয়া করি
গমন করিবেন। এই কথা শুনিয়া জয়পালের অ
করণ প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। তাঁহার আশা ভ
সকল উত্তেজিত হইতে লাগিল, এবং তদীয় স
ভাগে যেন ভবিষ্যত সুখের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল

নির্দ্দিষ্ট দিবসে নগর কোলাহলে পরিপূর্ণ হই
চতুর্দ্দিক হইতে সেনাগণ শাণিত অস্ত্র শস্ত্র ধা
করিয়া বহির্গত হইতে লাগিল, সহস্র সহস্র অ
রোহিসেনা নিজ২ অশ্ব সুসজ্জিত করিয়া মৃগয়ো
যোগী অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক দুর্গ হইতে নির্গত হই
লাগিল। সুবর্ণালঙ্কার ভূষিত চিত্র বিচিত্র হা
সকল চলিতে আরম্ভ করিল, হস্তিগণের গর্জ্জ

ন ও অশ্বের হেষারবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত
তে লাগিল। রাজপারিষদগণ কেহবা গজপৃষ্ঠে
কেহ বা শকটারোহণে রাজার সঙ্গে২ গমন
তে লাগিল। দর্শকগণে কোন পথ দিয়া রাজা
বেন স্থির করিতে না পারিয়া একবার এপথে,
বার ও পথে এইরূপ করিয়া দৌড়াদৌড়ি
তে লাগিল। পথ পার্শ্বস্থিত গৃহশ্রেণীর বাতায়ন
কুল বধূগণের মুখ কমলে সুশোভিত ও উপ-
গ বয়োধিকা রমণীগণে পরিপূর্ণ হইল। এই
নাগরিক আবাল বৃদ্ধ বনিতা অনন্যকর্ম্মা ও
চিত্ত হইয়া নরপতির নির্গমন প্রতীক্ষা করিতে
গিল।

কাল পরে মহারাজ মৃগয়ায় যাত্রা করিলেন।
নিরুৎসুক চিত্তে সেই সঙ্গে গমন করিতে
গিলেন। তদীয় মনের নিগূঢ় ভাব কেহই অনুভব
তেপারে নাই, বরং বাহ্য ভাব সন্দর্শনে সকলেই
নিজ২ অশ্ব সুসজ্জিত করিয়া মৃগয়োপযোগী
নাগরিক ব্যক্তি বোধ করিয়াছিল। ক্রমে২
ধারণ পূর্ব্বক দুর্গ হইতে নির্গত হইয়া বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, এই বহুসংখ্যালোক
লাগিল। সুবর্ণালঙ্কার ভূষিত চিত্র বিচিত্র হাগম দর্শনে ভীত হইয়া বন্যজন্তুগণ পলায়ন
সকল চলিতে আরম্ভ করিল, হস্তিগণের গর্জ্জিতে লাগিল। অশ্বগণ রব করিতে২ ছুটা ছুটী

করিতে আরম্ভ করিল। হস্তিগণ শুণ্ডদ্বারা বড়২ বৃক্ষের শাখা সমূহ মড়২ শব্দে ভাঙ্গিতে লাগিল, এবং চতুর্দ্দিকে ঐ মহিষ, ঐ গণ্ডার, ঐ ব্যাঘ্র ইত্যাদি শব্দ হইতে লাগিল। এই রূপে তিন দিবস অতীত হইল, তৃতীয় দিবসে মহারাজ অশ্বারোহণে এক ব্যাঘ্রের অনুসরণ করিয়া ক্রমেং কিঞ্চিৎ দূরেগিয়া পড়িলেন। ব্যাঘ্র প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া দৌড়িতেং ক্রমে তাঁহার দৃষ্টির বহির্গত হইল। তখন তিনি একান্ত শ্রান্ত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, এবং বৃক্ষ শাখায় অশ্ব বল্গা সংলগ্ন করতঃ এক উন্নত ভূভাগে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকের তৃণপূর্ণ ক্ষেত্র ও সুদূরে তদীয় সহচরগণের মৃগয়ার্থে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ সন্দর্শনে পুলকিত হইতে লাগিলেন।

মহারাজ যখন ঈদৃশ অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন তখন সহসা একটী বাণ আসিয়া তদীয় শরীর বিদ্ধকরিল, তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতেং আর একটী বাণ তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইল, তখন তিনি চিৎকার করিয়া পতিত হইলেন। তথায় কিয়ৎকাল বিগতচেতন হইয়া পরিশেষে কিঞ্চিত সুস্থ বোধ

হইলে, চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন কতকগুলি চণ্ডাল তাঁহার গাত্রে হস্তামর্ষণ ও বায়ু বীজন করিতেছে। তখন তিনি তাহাদের কর্ত্তৃক এক কুটীরে নীত হইলেন এবং তথায় উত্তম রূপে সাস্থ্যলাভ পর্য্যন্ত বাস করিলেন, কিন্তু পাছে তাঁহার হন্তা নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকিয়া পুনরায় তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার উদ্যোগ করে এই ভয়ে কাহারও নিকট নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন না।

এ দিকে রাজার অমাত্যগণ ইতস্ততঃ অন্বেষণ করতঃ কোন স্থানে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রুকন খাঁর শিরে রাজমুকুট প্রদান পূর্ব্বক সিংহাসনে বসাইল। প্রজাবর্গ সকলেই এ বিষয়ে অনুমোদন করিয়াছিল। রুকন খাঁ রাজসভা হইতে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন এমন সময়ে দ্বাররক্ষক প্রধান নপুংসক তাঁহাকে স্পষ্টাভিধানে কহিল, হে যুবরাজ! আলাউদ্দীনের অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তিনি যে নিশ্চয় কোন হিংস্র জন্তু হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহারও স্থিরতা নাই। তিনি জীবিত থাকিলেও থাকিতে পারেন অতএব নিদর্শন স্বরূপ তাঁ-

হার মস্তক না দেখাইতে পারিলে আমি কোন মতেই আপনাকে পুর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিতে পারিব না।

ওদিকে আলাউদ্দীন চণ্ডালগণের আবাসে কিছু দিন থাকিয়াই সুস্থ হইলেন। তৎপরে একটী শ্বেত উষ্ণীষ শিরে ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে নগরাভিমুখে গমন করিলেন। নগরে উপস্থিত হইয়া এক উন্নত স্থান হইতে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, তখন সমুদায় সেনাগণ তাঁহার পক্ষে আইল। রুকন খাঁ, সমুদায় বিফল হইল, আর ভদ্রস্থতা নাই এই বিবেচনা করিয়া বায়ুবেগ তুরঙ্গমে আরূঢ় হইয়া আফগান পুরাভিমুখে পলায়ন করিল। আলাউদ্দীন সভা মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া রুকনের মস্তক আনয়নে আদেশ করিলেন, তৎক্ষণাৎ সহস্র২ অশ্বারোহিসেনা দ্রুত বেগে গমন করতঃ রুকনের মস্তকচ্ছেদন করিয়া আনিল।

আলাউদ্দীন উত্তম রূপে সুস্থ হইয়া একদিন রাজা রায় রত্ন সেনকে কারাগার হইতে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কেমন, তোমার মত কি? তোমার কন্যা আমার ন্যায় প্রভাবশালি নরপতির প্রণয়পাত্রী হইলে কখনই তাহার মান হানি হইবে না।"

"মহারাজ! এরূপ বিবাহ আমাদের ধর্ম্ম সংগত নহে।"

"তুমি কি বিবেচনা কর আমার ধর্ম্ম নাই। আমিই যদি ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিলাম তবে তোমার বাধা কি! এখন আমি তোমাকে এই আদেশ করিতেছি, যদি দুই মাসের মধ্যে তোমার কন্যা আমার হস্তে সমর্পিত না হয় তবে তোমার মস্তক ছেদন করা হইবে। আমার বাসনানুরূপ কর্ম্ম করিলে অচিরেই স্বকীয় রাজপদ প্রাপ্ত হইবে, ও আমার এই বিশাল সাম্রাজ্য মধ্যে এক প্রধান পদে আরূঢ় হইয়া পরম সুখে যাবজ্জীবন অতিবাহন করিতে পারিবে।"

"আমি জাতিভ্রষ্ট হইলে প্রধান পদ আর কি ফলপ্রদ হইবে।"

"কেন? হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরম পবিত্র মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন কর, দেখ দেখি, প্রধান পদবী কেমন কার্য্যপ্রদ হয়।"

" মহারাজ! আমি কোন মতেই ধর্ম্মত্যাগ করিতে পারিব না; তবে আমি স্বাধীনতা লাভের নিমিত্ত আমার কন্যাকে ভবদীয় হস্তে সমর্পণ করিব, আমি অদ্যই তাহাকে পত্র লিখিতেছি, সে কখনই পিতার আজ্ঞা হেলন করিবে না, আপনি দুই মাসের মধ্যে তাহাকে প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।,,

এই রূপ কথোপকথনানন্তর রায় রত্ন বিদায় লইয়া কারাগারে আসিলেন, এবং জয়াকে পত্রপাঠ মাত্র আগমন করিতে পত্র লিখিলেন ওদিকে জয়পাল দিল্লী হইতে জিসালমীর নগরে নির্ব্বিঘ্নে পৌছিলেন।

জয়াবতীর উপাখ্যান।

পঞ্চম অধ্যায়।

জয়পাল স্থির করিয়াছিলেন যে তদীয় বাণপ্র-হারেই আলাউদ্দীন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। নর-পতি যে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন ও রায় রত্ন সেন যে তাঁহাকে জয়া প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছেন জয়পাল তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। সুতরাং জয়ার নিকট আলাউদ্দীনের তদীয় হস্তেই নিধন প্রাপ্তির আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। তাহারা নিঃশঙ্ক চিত্তে বাস করিতেছেন এমন সময়ে রায় রত্ন সেনের ভয়াবহ পত্র তাঁহাদের হস্তে পড়িল। তাঁহারা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া পত্র পাঠ করতঃ এককালে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কাপুরুষ রায় রত্নসেন, জয়াবতীকে দিল্লী নগরে আগমন করিয়া আলাউদ্দীনের সহধর্ম্মিণী হইতে লিখিয়াছেন। তাঁহারা পত্রপাঠ করিয়া একেবারে হত-জ্ঞান হইলেন। পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন করা সন্তানের

সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কিন্তু এ অতি চমৎকার আজ্ঞা। তাঁহারা উভয়ে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে প্রাণ ত্যাগ করিব তথাপি এবম্প্রকার অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব না। জয়ার আত্মীয়গণ অকলঙ্কিত কুলে কলঙ্ক-পাত ভয়ে তাঁহাকে কোন প্রকারে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

এক দিন জয়া মনেং বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যে এখনও মরিবার উপযুক্ত কাল সমাগত হয় নাই, যখন পরিত্রাণের কোন উপায় থাকিবে না, তখনই এই চরম উপায়াবলম্বন পূর্ব্বক সমস্ত বিপদ রাশি হইতে পরিত্রাণ পাইব। এখন আমি প্রিয়জন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় গমন করিব? নিকটবর্ত্তী অনায়াস লব্ধ সুখ সেব্য পরম পদার্থ সমূহ পরিত্যাগ করিয়া সুদূরবর্ত্তি মৃত্যুর আশ্রয় লইব কেন? আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, জীবন অপবিত্র হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে দেহ পিঞ্জর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব। কিন্তু আপাততঃ আমি জয়পাল সহবাস সুখে বঞ্চিত হইতেচাহি না, যত দিন তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন তত দিনই ভাল, পরে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিব।

এই সময়ে জয়া ও জয়পালের বিবাহ ব্যাপার সম্পাদন করিতে বাটীর সকলেই সচেষ্ট হইয়াছিল। জয়ার পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নী সবিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এ বিষয়ের আর একটী সাংঘাতিক পরামর্শ স্থির করিলেন যে, বিবাহের পর যখন বর কন্যা একত্র আহার করিতে বসিবে তখন তাহাদের ভক্ষ্য দ্রব্যের সহিত কোন বিষবৎ পদার্থ বিমিশ্রিত করিয়া দিবেন। তাঁহারা ইহা নিশ্চয় অনুভব করিয়াছেন যে, জয়া যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে তত দিন তাঁহাদের ভদ্রস্থতা নাই, আলাউদ্দীন কোন মতেই ছাড়িবার পাত্র নহে।

অনন্তর তাঁহাদের বিবাহের দিন স্থির হইল। বিবাহ দিবসোপলক্ষে চতুর্দ্দিক হইতে লোক জন আসিতে লাগিল। সপ্তাহ কাল মহাসমারোহে অতিবাহিত হইল। জয়ার পিতৃব্য ও তদীয় পত্নী ভিন্ন উপস্থিত সকল ব্যক্তিই, এই বিবাহ ব্যাপারে যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়াছিল। জয়পাল মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, সংসার-সুখের সমার্দ্ধভাগিনী জয়াকে প্রাণান্তেও শত্রু হস্তে পতিত হইতে দিব না, বরং

এখন রায় রত্ন সেনকে মুক্ত করিতে পারিলেই সকল সার্থক হয়। এই রূপ বিবেচনা করিয়া জয়পাল জয়ার হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন "প্রিয়ে! তোমার পিতা কারাগারে অবস্থিতি করিতেছেন, এখন যদি তাঁহাকে উদ্ধার করিতে নাপারা যায় তবে তাঁহার প্রাণ বিনাশ সম্ভাবনা দেখিতেছি। আলাউদ্দীন তোমাকে না পাইলে এককালে উন্মত্ত প্রায় হইবে, এবং জানি না কত বিপত্তিই ঘটাইবে, এখন তোমার পিতার নিমিত্ত আমার প্রাণপণে যত্ন করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে।"

জয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট বসন ভূষণ পরিধানার্থ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এমন সময়ে অপর গৃহে কি কথোপকথন হইতেছিল শুনিতে পাইয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে তৎসমুদায় শুনিতে লাগিলেন।

তাঁহার পিতৃব্য স্বীয় পত্নীকে জিজ্ঞাসিলেন "প্রিয়ে! এখন জয়া কোথায়?।"

"অপর অলিন্দে প্রিয় সখা জয়পালের সহিত কথোপকথন করিতেছে।"

"নিশ্চয় ত?"

"হাঁ আমি এখনই দেখিয়া আসিয়াছি, তাহারা তথায় কথোপকথন করিতেছে।"

"তুমি তাহাদের উদ্বাহ বিষয়ে কি বিবেচনা কর।"

"ইহাতে ভদ্রস্থতা নাই, ইহা অমঙ্গলসূচক বিবাহ। জয়াকে কোন প্রকারে বিনষ্ট করিতেহইবে। জীবিত থাকিলে যবন রাজার হস্তে পরিত্রাণ নাই। আপনিও মরিবে, কুলেও কলঙ্ক পাত করিবে"

"তবে দুই জনকেই বধ করা উচিত, জয়পালের প্রণয়িণী হন্তা যে তাহার হস্তে রক্ষা পাইবে তাহা মনেও করিও না।"

"হাঁ, জয়পাল যথার্থ রজপুত বটে সে মৃত্যুকে ভয় করে না"।

"মারিবার উপায় কি?"

"তার নিমিত্ত চিন্তা নাই, আমার কাছে সে উপায় আছে। আমি তাহাদিগের নিমিত্ত সুখাদ্য দ্রব্য সকল রন্ধন করিব, অদ্য মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়ে তিন পাত্রে সে সমুদায় পরিবেশন করিয়া রাখিব। তোমার পাত্র নির্দ্দোষ রহিবে, জয়া ও জয়পালের নিমিত্ত যে পাত্রদ্বয় প্রস্তুত হইবে তাহা

বিষময়, দক্ষিণদিকের পাত্রে তুমি ভোজন করিতে বসিবে, তাহারা কোন বিপদাশঙ্কা না করিয়া ভোজন করিবে তবে আমাদেরও অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। কেমন এই পরামর্শই ভাল নয় ?„

জয়া গুপ্তভাবে থাকিয়া তাঁহাদের তাদৃশ পরামর্শ শ্রবণ করিয়া এককালে চমকিয়া উঠিল, এবং পাছে তাহারা গৃহ মধ্যে আইসে এই ভয়ে অতি সাবধানে খট্টার নিম্নভাগে লুক্কায়িত হইলেন। ইহা বিলক্ষণ বুদ্ধির কার্য্যই হইয়াছিল, কারণ তদীয় পিতৃব্য পরামর্শ স্থির করিয়া, অপর কেহ শুনিয়াছে কি না জানিবার নিমিত্ত গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বহির্গত হইলেন।

জয়া এই অবসরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে নিভৃত স্থান হইতে নির্গত হইয়া ভর্ত্তৃসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। বহ্নি ঘৃত সংযোগে যে রূপ বেগে জ্বলিয়া উঠে, জয়পালের মনে ক্রোধ সেই রূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ক্রূরকর্ম্মাদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদানে উদ্যত হইলে জয়া বিনয় নম্র বচনে কহি

লেন "আপনি এত উতলা হইতেছেন কেন ? উহাদিগকে দণ্ড করিবার বিলক্ষণ সদুপায় থাকিতে এত চিন্তার প্রয়োজন কি ? আমি উপায় স্থির করিয়াছি শ্রবণ করুন। "ভোজন পাত্র পরিবেশিত হইলে আমি কৌশলে পরিবর্ত্তন করিয়া লইব। পিতৃব্যের ভক্ষ্য আপনার আসন সম্মুখে রাখিয়া আপনার বিষময় পাত্র তৎসন্নিধানে রাখিব, আমি ছলনা করিয়া ভোজনে বসিব না। পিতৃব্য বিষবিমিশ্র দ্রব্য ভোজন করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তদীয় পত্নীরও দেশাচারানুসারে সহমৃতা হইতে হইবে, এই উপায়ে আমরা তাঁহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব। "

জয়পাল জয়ার এই সুকৌশল সম্পন্ন পরামর্শ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া তাহাকে চুম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়ে চমৎকার উপায় স্থির করিয়াছ। তাহাদের আয়াসেই আমাদিগের কার্য্য সিদ্ধ হইবে ইহা অতি সুখের বিষয় সন্দেহ নাই, অতএব এ পরামর্শ গোপন করিয়া রাখিতে হইবে, তাহারা যেন কোন প্রকারে আমাদিগের উপর সন্দিহান না হয়।"

ওদিকে বিবাহোপলক্ষে নর্ত্তক, বাদক ও ঐন্দ্রজালিক প্রভৃতি যে যে ব্যক্তি আসিয়াছিল তাহাদের আমোদ আরম্ভ হইল। নৃত্য ও বাদ্য সমাপনান্তে সর্পোপজীবিগণ বৃহৎ বৃহৎ অজগর লইয়া নানাবিধ কৌতুক করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের এক-একটী আশ্চর্য্য খেলা সন্দর্শনে দর্শকমণ্ডলী চমৎকৃত হইল। তাহারা আপনাদিগের সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া এক খানি বস্ত্রাবৃত করিল। ক্ষণকাল পরে সেই মৃত ব্যক্তি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ক্রীড়া করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে জয়পাল ও জয়া গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত। ওদিকে সকলেই ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া দর্শনে নিমগ্ন। ইহাকেই উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া বিলক্ষণ দক্ষতা সহকারে পাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন।

যখন সকলে আহার করিতে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল তখন জয়পাল পরিবর্ত্তিত বিশুদ্ধ পাত্রে অসঙ্কুচিত চিত্তে আহার করিতে বসিলেন, জয়া দূরে দণ্ডায়মানা। তদীয় পিতৃব্য নিঃসন্দিগ্ধমনে সেই বিষময় সামগ্রীপূর্ণ ভোজন পাত্রের সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন। জয়াকে ভোজন বিমুখী সন্দর্শনে তদীয় পিতৃব্যপত্নী কহিতে লাগিলেন, "হা মা জয়া, কেন বসিয়া রহিলে, তোমার বিবাহ, সকলেই আহ্লাদিত হইয়া ভোজন করিতে লাগিল, তুমি কেন ওরূপে বসিলে, ইহাতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সমুচিত সৎকার করা হয় না। আমি তোমাকে বার২ অনুরোধ করিতেছি ভোজন কর।"

জয়া মৃদু মধুর বচনে কহিলেন "আমি এই ভোজন পাত্রের অস্বাভাবিক ঘ্রাণে বুঝিতেছি, ভাল লক্ষণ নহে। বলিতে কি, খুড়ী, ইহা ভোজন করিতে কোন মতে মন লইতেছে না।"

"কেন বাছা, তুমি যে যে দ্রব্য ভোজন করিতে ভাল বাস আমি কত যত্নে সে সমুদায় রন্ধন করিয়াছি। এই ভোজন পাত্র তোমার নিমিত্তই প্রস্তুত করিয়াছি, বিলম্ব করিও না শীঘ্র ভোজন কর।"

"যথার্থ, ইহা আমারই নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে, সেই জন্যই আমি ভোজন করিতেছিনা, এই উত্তম সামগ্রী গুলি আপনি ভোজন করুন তাহা হইলে আমি যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ করিব।"

জয়ার এতদ্বাক্য আকর্ণনে তদীয় পিতৃব্য পত্নী

"বুঝি আমার অভিসন্ধি জ্ঞাত হইয়াছে,, বিবেচনা করিয়া সাতিশয় চিন্তিত হইলেন। ওদিকে তাঁহার পতির সমস্ত শরীর বিষে আচ্ছন্ন হইল, ক্রমে২ অঙ্গ সকল অবসন্নও ইন্দ্রিয়গণ অবশ হইয়া গেল, ক্ষণকাল বিলম্বে তদীয় দেহ বিগতজীবিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল, কোন মতেই প্রাণ রক্ষা হইল না।

যাঁহার দুরভিসন্ধিক্রমে এই অভাবনীয় ব্যাপার সম্পাদিত হইল এখন সেই জনই মৃত দেহ সমীপে উপস্থিত থাকিয়া আপনার হতাদৃষ্টের ভাবনা করিতে লাগিল। মৃত্যু যেন তাহার সম্মুখে ভীষণ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল, ফলতঃ দেশাচারের অপ্রতিহত প্রভাবে তাঁহাকে যে সহমৃতা হইতে হইবে এই ভাবনাতেই তাঁহার মন এক কালে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। যখন তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে প্রজ্জ্বলিত চিতা মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে তদবধি তাঁহার শরীরের সমুদায় শোণিত শুষ্ক হইতে লাগিল। কিন্তু কি করেন উপায় নাই। চিন্তায় তাঁহার অন্তর্দাহ হইতে লাগিল। জয়পাল, জয়া, ও মৃত ব্যক্তির

পত্নী ভিন্ন কেহই এই আকস্মিক মৃত্যুর কারণ অবগত হয়নাই।

পর দিবস প্রভাতে মৃতব্যক্তির কুটুম্বগণ ও পুরোহিতবর্গ আগমন করিয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে বাদ্যোদ্যম হইতে আরম্ভ হইল, ব্রাহ্মণগণ মৃতের পত্নীকে সহগমন বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসুকা দেখিয়া তাঁহাকে মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া দিল। তাহার মত্ততা বৃদ্ধি হইলে ব্রাহ্মণগণ উপযুক্ত সময় বোধে তাঁহাকে চিতা সন্নিধানে লইয়া গেল, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রজ্জ্বলিত হুতাশন ও গভীর ধুমোদ্গম সন্দর্শনে ভীত হইয়া প্রতিগমন করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সমাগত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে প্রতিগমন করিতে দিল না বরং সকলে মিলিয়া তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিঃক্ষেপ করিল, এবং উঠিয়া যাইতে না পারেন এই আশয়ে দীর্ঘ যষ্টি দ্বারা তাঁহাকে ধরিয়া রহিল। ক্ষণকাল মধ্যে পতিপত্নী ভস্মাবশেষ হইয়া গেল।

জয়াবতীর উপাখ্যান।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এখন রায় রত্ন সেনকে কারামুক্ত করিতে পারিলেই জয়পাল ও জয়ার সুখ চন্দ্রিকার সকল কলা পরিপূর্ণ হয়। এই সময়ে রায় রত্ন সেন কারামধ্যে পীড়িত হইয়াছিলেন। একেইত তিনি প্রাণসমা কন্যাকে পরিত্যাগ করা অপেক্ষা স্বকীয় ভোগ বিলাস সুখকর জ্ঞান করিতেন, তাহাতে এখন আবার পীড়িত হইয়াছেন সুতরাং পীড়িত জন সুলভ মনোবৈক্লব্য ও চাপল্য ঘটাতে জয়াবতীকে পত্র লিখিলেন, "আমি সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছি। অতএব অতি শীঘ্র আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।" আলাউদ্দীন তাঁহার নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তোমার কন্যা এখানে আসিবামাত্রেই আমি তোমাকে কারামুক্ত করিব। রায় রত্ন সেন সেই আশালতা অবলম্বন করিয়া কোন প্রকার কষ্টসৃষ্টে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে

জয়া পিতাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি তদীয় অভিলাষ পরিপূর্ণ করিবেন বলিয়া আশা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু জয়া যে দিল্লী নগরে উপস্থিত হইয়া পিতাকে কারামুক্ত করিয়া পলায়ন করিবে, ইহাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। এখন পিতার পত্রের উত্তর লিখিলেন, যে অচিরেই আমি দিল্লী নগরে গমন করিতেছি; সম্রাট ও আপনার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, অতএব নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার গমনের সমস্ত আয়োজন সমাধান হইলেই আপনাকে পত্র লিখিব।

জয়া পিতার কারামুক্তির উপায় উদ্ভাবন করিয়া স্বামী সমীপে সমস্ত বর্ণন করিলেন ও তদুপযোগী দ্রব্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ওদিগে আলাউদ্দীন জয়ার পত্রার্থ অবগত হইয়া পরম পুলকিত চিত্তে রায় রত্ন সেনকে উত্তম গৃহে রক্ষা করিতে আজ্ঞা করিলেন ও তদীয় সেবার নিমিত্ত দাস দাসী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তথায় কতিপয় দিবস অবস্থানের পরেই রায় রত্ন সেন সুলক্ষণ আরোগ্য লাভ করিলেন।

একদা সম্রাট কারামধ্যে আগমন করিয়া

রায় রত্ন সেনকে কহিলেন "হে রাজন! এত দিনের পর তুমি আমাকে সুখী করিবার অভিলাষ করিয়াছ। যখন তোমার কন্যা আমার সহধর্ম্মিণী হইবে সেই মুহূর্ত্তেই তুমি মদীয় বিশাল রাজ্যমধ্যে কোন এক বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত হইবে।"

"হে মহারাজ! অপর কোন প্রধান রাজার রাজ্যাধিকার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পদ লাভ অপেক্ষা আমার নিজ ক্ষুদ্র রাজ্য মধ্যে একাধিপত্য সম্পূর্ণ রূপে শ্রেয়স্কর। আমার স্বাধীনতা লাভ করাই উদ্দেশ্য, কিন্তু যে পণে আপনি আমাকে স্বাধীনত প্রদান করিতেছেন তাহা কখনই সাধু সঙ্গত নহে।"

"যে পণেই হউক না কেন, সম্রাটের সহি সম্বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য বলিতে হইবে। আর তোমা দুহিতা এক প্রবল প্রতাপশালি নরপতির সহ ধর্ম্মিনী হইবে, তাহাতে তোমার ক্ষোভ কি।"

"পরিণীতা রমণী পুনর্ব্বার অপর পুরুষের সহি বিবাহ করিলে তাহার ধর্ম্ম নষ্ট হয়। ফলে যা হউক অল্প কাল মধ্যে সে আসিয়া উপস্থি হইবে। আপনি ভদীয় স্বামীর হস্ত হইতে আ

রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকুন। রজপুতেরা প্রাণপণে প্রতি শোধ প্রদানে কাতর নহে।"

"হাঁ! তাহা আমি গ্রাহ্য করি না। তাহার দ্বারা আমার কি হইতে পারে? তাহাদের মনে যদি প্রণয় সঞ্চারই হইয়া থাকে তবে তাহাদিগের এই বিচ্ছেদেই সেই প্রণয় নিগড় ভগ্ন হইয়া যাইবে তজ্জন্য চিন্তা কি?"

"মহারাজ! আপনি স্বীয় বাহুবলে তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন কিন্তু তাহাদের অন্তর আকাশে যে প্রণয় চন্দ্রিকা উদিত হইয়াছে কখনই তাহাকে অস্তমিত করিতে পারিবেন না।"

"সে কথায় কাজ নাই, জয়া লাভ হইলেই হইল অন্য যাহা হয় পরে করা যাইবে।"

"মহারাজ! জয়া প্রদানে আমিত সম্মত হইয়াই আপনার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। আমাদিগের প্রতিজ্ঞা জীবন সত্ত্বে ব্যর্থহইবে না।"

আলাউদ্দীন মনেং এই ভাবিতেং গমন করিলেন যে রায় রত্ন এখনও আমার মতেসম্পূর্ণ রূপে মত দেয় নাই। এই কারণেই তিনি দিনং জয়ার আগমনের বিলম্ব জানিতে লাগিলেন। সপ্তাহ অতীত

হইল তথাপি জয়ার কোন পত্রাদিপাওয়া গেল না। রায় রত্ন বিবেচনা করিলেন বুঝি জয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করিল না। পর দিবস প্রাতঃকালে জয়ার পত্র আসিয়া পৌঁছিল তাহাতে ইহা লিখিত ছিল যে তিনি দশম দিবসে দিল্লী নগরে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। এবং পিতার উদ্ধারার্থ উদ্ভাবিত উপায়ও তন্মধ্যে বর্ণিত ছিল, রায় রত্ন পত্র পাইয়া যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট হইলেন এবং দুই চার দিবসের মধ্যেই তাঁহার সমস্ত রোগ নিঃশেষিত হইয়া গেল, শরীর বিলক্ষণ সুস্থ ও সবল হইল।

সম্রাট এই সম্বাদে পরম প্রীত হইয়া প্রণয়ের নিদর্শন স্বরূপ সিংহদ্বারে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া আজ্ঞা প্রদান করিলেন যে, জয়াবতী নগর মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র তাহার সম্মানার্থ সামরিক সম্মান চিহ্ন প্রদত্ত হইবে। আর তাহারা নির্ব্বিবাদে নগর মধ্যে প্রবেশ করিবে, সামান্য পথিকের ন্যায় তাহাদের সন্ধান লওয়া হইবেক না।

রায় রত্ন সেন নিতান্ত উৎসুক চিত্তে জয়ার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ওদিগে সম্রাট যাহার রূপ লাবণ্যের কথা আকর্ণনমাত্রে চমৎকৃত

হইয়াছিলেন তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আপনার গৃহ ও সভা উত্তম রূপে সজ্জীভূত করিয়া দিন গুণিতে লাগিলেন।

নিরূপিত দশম দিবসের প্রাতঃকালে, দূরে কতক গুলি যাত্রিকের ন্যায় আগমন করিতেছে দৃষ্ট হইল। রমণীগণের গমনোপযোগী দোলা বাহকগণ স্কন্ধে করিয়া লইয়া আসিতেছে, সেগুলির চতুর্দ্দিক বস্ত্রে আবৃত, এবং সঙ্গে২ কতকগুলি নিরস্ত্র ব্যক্তিও আছে। তাহারা দ্বারে প্রবেশ করিবা মাত্রই সম্মান সূচক তোপ ধ্বনি হইল। সমুদায় দোলা ও বাহকগণ কারাগারাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

তাহারা কারামধ্যস্থিত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবামাত্র বহির্দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। গৃহমধ্যে অনেক প্রহরী নিযুক্তছিল কিন্তু জয়াদোলা হইতে অবতরণ করিয়া একটি সঙ্কেত করিবা মাত্রেই সকল দোলা হইতে তে এক এক অস্ত্রধারী বীর পুরুষ বহির্গত হইয়া বাহক ও মহচরগণের হস্তে অস্ত্র প্রদান করিল, এবং ক্ষণকালমধ্যেই প্রহরীগণকে শমন সদনে প্রেরণ করিল। তখন জয়পাল ব্যস্ত সমস্ত হইয়া

হইল তথাপি জয়ার কোন পত্রাদিপাওয়া গেল না। রায় রত্ন বিবেচনা করিলেন বুঝি জয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করিল না। পর দিবস প্রাতঃকালে জয়ার পত্র আসিয়া পৌঁছিল তাহাতে ইহা লিখিত ছিল যে তিনি দশম দিবসে দিল্লী নগরে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। এবং পিতার উদ্ধারার্থ উদ্ভাবিত উপায়ও তন্মধ্যে বর্ণিত ছিল, রায় রত্ন পত্র পাইয়া যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট হইলেন এবং দুই চার দিনের মধ্যেই তাঁহার সমস্ত রোগ নিঃশেষিত হইয়া গেল, শরীর বিলক্ষণ সুস্থ ও সবল হইল।

সম্রাট এই সম্বাদে পরম প্রীত হইয়া প্রণয়ের নিদর্শন স্বরূপ সিংহদ্বারে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া আজ্ঞা প্রদান করিলেন যে, জয়াবতী নগর মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র তাহার সম্মানার্থ সামরিক সম্মান চিহ্ন প্রদত্ত হইবে। আর তাহারা নির্ব্বিবাদে নগর মধ্যে প্রবেশ করিবে, সামান্য পথিকের ন্যায় তাহাদের সন্ধান লওয়া হইবেক না।

রায় রত্ন সেন নিতান্ত উৎসুক চিত্তে জয়ার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ওদিগেসম্রাট যাহার রূপ লাবণ্যের কথা আকর্ণনমাত্রে চমৎকৃত

হইয়াছিলেন তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আপনার গৃহ ও সভা উত্তম রূপে সজ্জীভূত করিয়া দিন গুণিতে লাগিলেন।

নিরূপিত দশম দিবসের প্রাতঃকালে, দূরে কতক গুলি যাত্রিকের ন্যায় আগমন করিতেছে দৃষ্ট হইল। রমণীগণের গমনোপযোগী দোলা বাহকগণ স্কন্ধে করিয়া লইয়া আসিতেছে, সেগুলির চতুর্দ্দিক বস্ত্রে আবৃত, এবং সঙ্গে২ কতকগুলি নিরস্ত্র ব্যক্তিও আছে। তাহারা দ্বারে প্রবেশ করিবা মাত্রই সম্মান সূচক তোপ ধ্বনি হইল। সমুদায় দোলা ও বাহকগণ কারাগারাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

তাহারা কারামধ্যস্থিত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবামাত্র বহির্দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। গৃহমধ্যে অনেক প্রহরী নিযুক্তছিল কিন্তু জয়াদোলা হইতে অবতরণ করিয়া একটি সঙ্কেত করিবা মাত্রেই সকল দোলা হইতে তে এক এক অস্ত্রধারী বীর পুরুষ বহির্গত হইয়া বাহক ও সহচরগণের হস্তে অস্ত্র প্রদান করিল, এবং ক্ষণকালমধ্যেই প্রহরীগণকে শমন সদনে প্রেরণ করিল। তখন জয়পাল ব্যস্ত সমস্ত হইয়া

রাজা রায় রত্ন সেনের গৃহে উপস্থিত হইলেন। রায় রত্নকে দর্শন করিয়া জয়া বাষ্পাকুল লোচনে তাহার নিকট গমন পূর্ব্বক স্নেহ ভরে গলদেশ ধারণ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

জয়পাল কহিলেন "আসুন, আর বিলম্ব করিবার সময় নাই। এক ক্রোশ অন্তরে আমাদের নিমিত্ত ঘোটক রহিয়াছে, তথায় গমন করিয়া অনায়াসে পলায়ন করিতে পারিব।"

জয়া কহিলেন "পিতঃ আমাদের রজপুত কুলে জন্মত বটে, সাহস আছে, মৃত্যুকে ভয় করিনা, অতএব যদিও পথিমধ্যে ধৃত হই তৎক্ষণাৎ জীবন ত্যাগ করিয়া মুসলমান শত্রুর কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব। চলুন আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।"

তাহারা শীঘ্র গৃহ হইতে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল, বাটীরমধ্যে গোলযোগ শ্রবণ করিয়া অনুসন্ধান করণার্থ দ্বার রক্ষক যেমন বহির্দ্বার উদ্ঘাটন করিল অমনি তাহারা বহির্গত হইয়া তাহাকে বিনাশ করতঃ পুনর্ব্বার সকলকে পূর্ব্বমত দোলায় আরোহণ করাইয়া নগরের সিংহদ্বার দিয়া বহির্গত হইল। কারাগার মধ্যে এই বিষম ব্যাপারটী এত শীঘ্র সুকৌশলে সম্পাদিত হইয়াছিল যে কেহই কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই। কারণ সে স্থানটী একবারে নগরের প্রান্ত ভাগে ছিল।

তাঁহারা এইরূপে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া ঘোটকে আরোহণ পূর্ব্বক দ্রুত বেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। কিছু দুর পলায়ন করিলে পর সকলই প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন আলাউদ্দীন এককালে ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি রাগে আপনার শরীর নখ প্রহারে খণ্ড২ করিতে লাগিলেন, এককালে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। একবারে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া অনেক ব্যক্তির প্রাণ বধ করিলেন। এই বিষয়ে গুপ্ত ভাবে লিপ্ত আছে ভাবিয়া যাহার প্রতি তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল, তাহাকেই বিলক্ষণ দণ্ড করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার মন এবম্প্রকার বিচলিত হইয়াছিল যে তিনি পীড়িত হইয়াছিলেন।

পলায়িতেরা পর দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে প্রায় চত্বারিংশৎক্রোশ অতিক্রম করিলেন, ঘোটকগণ অত্যন্ত শ্রান্ত হওয়াতে তাঁহারা তথায় বিশ্রামার্থ অবতরণ করিলেন। সে স্থানটী কিঞ্চিত উন্নত, তথা

হইতে অনেক দুর দেখা যায়। জয়পালের সহিত কেবল কুড়ি জন মাত্র লোকছিল, জয়পাল তাহাদিগের দশজন মাত্রকে রজনীযোগে জাগরিত থাকিতে আদেশ করিলেন, সে দশজন যখন নিদ্রা যাইবে তখন অপর দশজন জাগরিত থাকিবে।

ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। দিনমণি সমস্তদিবস প্রখর করবর্ষণ করতঃ আপনার তাপে তাপিত হইয়াই যেন অবগাহন মানসে পশ্চিম সাগরে অবতরণ করিলেন। দিগ্বধূগণকে বিরহ কাতরা দর্শনেই যেন কর প্রসারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। বিহঙ্গ কোলাহলে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইল, গন্ধবহের মন্দ২ হিল্লোলে সমস্ত জীবগণ গত ক্লম হইল। ক্রমে২ নক্ষত্র ও গ্রহগণ উদিত হইয়া আকাশকে বিবিধ মণি মুক্তা প্রবাল খচিত চন্দ্রাতপের ন্যায় সুশোভিত করিল। সরোবরে অর্দ্ধ স্ফুটিত কুমুদ কুসম ও তাহার নিম্নে কুমুদিনীনাথ চন্দ্রের প্রতিবিম্ব, দেখিলে বোধ হয় যেন বিয়োগ বিধুরা কুমুদিনীর মান দূর করিবার নিমিত্ত সুধাকর তাহার চরণ তলে পতিত রহিয়াছেন ও তাহার কোপেই যেন ক্ষণে২ কম্পিত হইতেছেন।

রজনী উপস্থিত দর্শনে জয়পাল স্বীয় অনুচরগণকে সমধিক সাবধানে থাকিতে আদেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধরাত্রের ঘটিকাদ্বয় পূর্ব্বে একজন প্রহরী আসিয়া জয়পালকে কহিল, মহাশয় অনতিদূরে প্রায় আশী জন লোক আমাদিগের প্রতি আগমন করিতেছে, বোধ হয় পশ্চাতে আরও অধিক লোক থাকিতে পারে, এই সময়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। জয়পাল তৎক্ষণাৎ ছয় জন অনুচরকে পথিপার্শ্বস্থিত কোন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিলেন। জয়া ও রায় রত্ন সেনকে অশ্বে আরোহণ করাইয়া চিত্তর নগরাভিমুখে গমন করিতে কহিয়া স্বয়ং শত্রু সেনা নাশ ব্রতে ব্রতী হইয়া তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনুচরগণ সঙ্কেত মাত্রে উপস্থিত হইতে পারে এমন দূরে রক্ষা করিয়া অভিগুপ্ত ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই প্রান্তর মধ্যে পূর্ণ চন্দ্রিকার শুভ্র কিরণে কিছুই প্রচ্ছন্ন ছিল না, শত্রুগণ নিকটবর্ত্তী হইলে জয়পাল তাহাদের প্রধানকে লক্ষ্য করিয়া এক বাণত্যাগ করিলেন তাহাতেই সে বীতজীবিত হইয়া ধরাতলে পতিত

হইল, এই রূপে অলক্ষিত স্থান হইতে তাহারদের দশজনের প্রাণ বধ করিয়া ভূতল শায়ী করিলেন, তাহারা ভগ্নোদ্যম হইয়া প্রায় ২০০ দুই শত হস্ত পশ্চাতে গমন করতঃ অতিবেগে পুনরায় সম্মুখ-ভাগে গমন করিতে লাগিল, ইতিমধ্যে তাহাদের আরও দশ জন প্রাণ বিযুক্ত হইল।

জয়পাল সঙ্কেত করিবা মাত্র তদীয় অনুচর-গণ চতুর্দ্দিক হইতে উপস্থিত হইয়া বাণে২ মুসল-মান দিগকে জর্জরীভূত করিল। তাহারা এক-কালে হত বুদ্ধি হইয়া গেল। অতি অল্প কালের মধ্যেই তাহাদের অর্দ্ধেক লোক জীবন ত্যাগ করিল। অপর অর্দ্ধেক প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী সেনাগণের সহিত মিলিত হইল।

এই ব্যাপারে জয়পাল শুদ্ধ চারিজন অনু-চরকে হারাইয়াছিলেন, তাঁহার শিরে এক ভয়ানক আঘাত লাগিয়া রক্ত নিঃসৃত হইতেছিল, কিন্তু রক্ত নিঃস্রব বন্ধ করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ উষ্ণীষ বস্ত্রে মস্তক বন্ধন করিয়া জয়া ও রায় রত্নের সহিত মিলিত হইবার বাসনায় দ্রুতবেগে আগমন

করিতে লাগিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে তাঁহা-দিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজা রায় রত্ন সেন, কন্যা ও জামাতা সমভিব্যা-হারে নিজ রাজধানীর নিকবর্ত্তী এক পার্ব্বতীয় প্রদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং কিছু দিন তথায় লুকাইয়া রহিলেন।

আলাউদ্দীন জয়ার পলায়ন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সেই চিন্তায় যে উৎকট পীড়ায় পতিত হইয়া ছিলেন, তাহা হইতে আর উদ্ধার পাইতে হইল না। অল্প দিবস পরেই ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়া স্বীয় দুষ্কীর্ত্তি কলাপের যোগ্য ধামে গমন করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রায় রত্ন সেন স্বীয় রাজধানীতে গমন পূর্ব্বক পুনরায় সিংহাসনা-রোহণ করিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন, জয়পাল ও জয়া আহ্লাদের একশেষ প্রাপ্ত হইলেন এবং যাবজ্জীবন সন্তোষ ও স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়া যোগ্য ধামে গমন করিলেন।

সমাপ্ত।